অনুভূতির অন্তর্দহন

অনুভূতির অন্তর্দহন
অনুভূতির অন্তর্দহন
অনুভূতির অন্তর্দহন
অনুভূতির অন্তর্দহন
অনুভূতির অন্তর্দহন

অনুভূতির অন্তর্দহন

এমএ বাকীউল ইসলাম

NOTEBOOK
PROKASH

আগামীর সাহিত্য সৃষ্টিতে...

NOTEBOOK
PROKASH

অনুভূতির অন্তর্দহন

এমএ বাকীউল ইসলাম

প্রকাশক

মো: আনোয়ার হোসেন
নোটবুক প্রকাশ
আঃ রহিম ভবন (নিচতলা), কামারপাড়া, নবাবগঞ্জ-৫২৮০, দিনাজপুর।
ইমেইল ঃ notebookprokash@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.notebookprokash.com
মোবাইল : ০১৭৭১-৫৯৪৫০৫
হেল্প-লাইন : ০১৫৭৫৫৪০০০৮

প্রকাশকাল
জানুয়ারী - ২০২৫
গ্রন্থস্বত্ব © কবি

প্রচ্ছদ
সাহাদাত হোসেন

অনলাইন পরিবেশক
www.notebookprokash.com
www.rokomari.com

বইমেলা পরিবেশক
আলোর ঠিকানা প্রকাশনী

মুদ্রণ
নোটবুক প্রিন্টিং সার্ভিস ৩/এ/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা -১১০০
মূল্য: ২৭৫/- টাকা মাত্র

Onuvutir Ontordhohon : A Book of poetry by **M.A Bakiul Islam**
Published by **Md Anwar Hossain** Of **Notebook Prokash**
Ab. Rahim Bhaban, Ground Floor, Kamarpara, Nawabgonj-5280, Dinajpur
ISBN: : 978-984-99384-5-3
price: 275/- taka only

মুখবন্ধ -

মনের অন্তর্লীন অনুভূতি ও চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ কাব্যের মাধ্যমে যেভাবে প্রকাশিত হয়, তা সাহিত্যের এক অনন্য রূপ। এমএ বাকীউল ইসলামের দ্বিতীয় একক কাব্যগ্রন্থ' "অনুভূতির অন্তর্দহন" এই কাব্যগ্রন্থ'টি এমনই এক শিল্পকর্ম, যেখানে কবি তাঁর মনের গহীনের অনুভূতিগুলোকে শব্দের মাধুর্যে প্রকাশ করেছেন। এ কাব্যগ্রন্থে' জীবনের নানা প্রেক্ষাপট, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সমাজের জটিল বাস্তবতা কবির গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ফুটে উঠেছে।

"অনুভূতির অন্তর্দহন" কাব্যগ্রন্থ'টি পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করবে, কারণ এতে প্রেম, বেদনা, আশা, হতাশা, এবং জীবনযুদ্ধের নানা রঙ-বেরঙের ছাপ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। কবি কখনো আপন অনুভূতির অন্তর্লীন যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছেন, আবার কখনো সমাজের গভীর অসঙ্গতির প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর কবিতাগুলো শুধু হৃদয়ের ভাষা নয়, বরং সমাজ ও জীবনের পতি গভীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ।

কাব্যগ্রন্থ'টির বিশেষত্ব হলো, এতে শব্দ ও ভাবের গভীর সংমিশ্রণ। প্রতিটি কবিতার শব্দচয়ন যেমন সুরেলা, তেমনই চিন্তার খোরাক। কবি সহজ ভাষায় জটিল ভাবনাগুলোকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, পাঠকেরা প্রতিটি কবিতায় নিজেদের জীবনের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাবেন। কবিতাগুলোতে বর্ণিত আবেগময় দহন এবং উপলব্ধি পাঠকদের মনকে আন্দোলিত করবে।

"অনুভূতির অন্তর্দহন" কাব্যগ্রন্থ'টি শুধুই কবিতাপ্রেমীদের জন্য নয়, বরং যে কোনো পাঠকের হৃদয়ে একটি অদৃশ্য সেতু তৈরি করবে, যেখানে কবির অনুভূতি পাঠকের অনুভূতির সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন ভাবনার জন্ম দেবে।

প্রকাশক-

উৎসর্গ

মরহুম দাদা আব্দুল গফুর মৃধা,
মরহুমা দাদী মোসাম্মদ মাজু খাতুনের স্মৃতির প্রতি।
"তোমাদের স্নেহের উষ্ণতায় আজও জ্বলছে হৃদয় প্রদীপ। তোমাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনন্ত ভালোবাসা। অনুভূতির অন্তর্দহনে খুঁজি তোমাদের বিদেহী আত্মার শান্তি।
- এমএ বাকীউল ইসলাম।

ভূমিকা

কবিতা এমন এক শিল্প যেখানে মনের গভীরতম অনুভূতিগুলো শব্দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, আর সেই শব্দগুলো যখন সুশৃঙ্খলভাবে ছন্দে বেঁধে পাঠকের মনে স্পর্শ করে, তখনই সৃষ্টি হয় কাব্যের এক অনন্য সৌন্দর্য। "অনুভূতির অন্তর্দহন" কাব্যগ্রন্থ'টি এমনই এক কাব্যিক নিদর্শন, যেখানে প্রতিটি কবিতার মধ্যে লুকিয়ে আছে মানুষের অন্তর্লোকের আবেগ, বেদনা, স্বপ্ন ও স্বস্তির কাহিনী।

এই গ্রন্থে'র কবিতাগুলিতে হৃদয়ের গভীরতম আবেগগুলো প্রতিফলিত হয়েছে, যা কখনও ব্যক্তিগত যন্ত্রণা, কখনও সামাজিক দায়বদ্ধতা, আবার কখনও প্রকৃতির রূপে ধরা দিয়েছে। গ্রন্থে'র প্রতিটি কবিতা যেন এক একটি অনুভূতির চিত্র, যা পাঠকের মনে একটি বিশেষ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। অনুভূতিগুলোর গভীর দহন থেকে সৃষ্ট শব্দগুলো মিলে মিশে কবিতার দেহ নির্মাণ করেছে, যা শুধু পাঠ করা নয়, অনুভব করাও জর"রি।

এ কাব্যগ্রন্থ' পাঠকদের নিয়ে যাবে এক আবেগঘন যাত্রায়, যেখানে তারা খুঁজে পাবে নিজেদের হারানো অনুভূতি, বেদনা কিংবা আনন্দের প্রতি"ছবি। "অনুভূতির অন্তর্দহন" কাব্যগ্রন্থ' তাই কেবল একটি গ্রন্থ' নয়, এটি এক অন্তর্মুখী যাত্রা, যা পাঠককে মুগ্ধ করবে ।

এই একান্ত প্রত্যাশায় -

এমএ বাকীউল ইসলাম
-কবি

"অন্তর্দহনের আগুনে খুঁজি সান্তনার ছায়া,
বেদনার রঙ্গে হৃদয়ে আঁকি একান্ত মায়া।
নিভৃতের স্বপ্নরা দেয় আলো ছায়ার ছোঁয়া,
অশ্রুজলে ভাসে অব্যক্ত অভিমানের খেয়া ।
- এমএ বাকীউল ইসলাম।

সূচিপত্র

অনুভূতির অন্তর্দহন ১১
অনন্ত শুন্যতা ১২
মানবতার অবক্ষয় ১৩
চৈত্রের দাহে বুকের জমিন ফেটে চৌচির ১৪
প্রিয় বাংলাদেশ ১৫
নিশাচর ১৬
কাশফুলের ছোঁয়া ১৭
বিষণ্ন ভায়োলিন ১৮
পরাজিত প্রেম ১৯
পারিজাতহীন ভালোবাসা ২০
জননী জন্মভূমি ২১
প্রার্থনা ২২
যে কথা হয়নি বলা ২৩
বসন্ত এলেই আমি কবিতার প্রেমে পড়ি২৪
পুরস্কার ২৫
দুষ্টের দমন সৃষ্টির পালন ২৬
আত্ম বিলাপ ২৮
পদ্ম পুকুর ২৯
বিষাদের অনল ৩০
আমি নীলকণ্ঠী এক শব্দ চাষী ৩১
ভোরের পাখি ৩৩
কোথাও তুমি নেই ৩৪
আগুন ঝরা ফাগুনের দিন ৩৬
বেকার জীবন ৩৭
মা মাটি দেশ ৩৮
সময়ের শিকল ৩৯
শব্দের নৈঃশব্দ ৪০
জোছনা ঝরা চাঁদের আলো ৪১
প্রত্যাশা ৪৩
কবি ও কবিতা কথা ৪৪
হৃদয় আকাশে উড়ে শঙ্খচিল ৪৫
শঙ্খচিল শালিকের দেশ ৪৬
☆ ৪৭ নক্ষত্রের রাত
☆ ৪৮ আপোষহীন দৃষ্টি
☆ ৪৯ উষ্ণতা খুঁজি
☆ ৫০ বাতাসে স্বপ্ন উড়ে
☆ ৫১ আহ্বান
☆ ৫২ বসন্তের অপেক্ষায়
☆ ৫৩ একুশের স্মৃতি
☆ ৫৪ পাখির ডানায় স্বপ্ন উড়াই
☆ ৫৫ চৈত্রের দাহ
☆ ৫৬ চলো মিছিলে যাই
☆ ৫৭ আমি প্রাক্তন বলছি
☆ ৫৮ নিভে যাওয়া দীপ
☆ ৫৯ মেঘের সাম্পান
☆ ৬০ বিজয়ের আহ্বান
☆ ৬১ এসো হে বৈশাখ
☆ ৬২ হেমন্তের আগমনে
☆ ৬৩ আকাশের নীলে বসবাস
☆ ৬৪ বলাকারা পাখা মেলে দূর দিগন্তে
☆ ৬৫ মন ফাগুনের চিঠি
☆ ৬৬ শব্দের গহীনে
☆ ৬৭ ডাহুক ডাকা গায়ে
☆ ৬৮ মেঘ ও বৃষ্টির গল্প
☆ ৬৯ গোধূলি বেলায় একাকী আমি
☆ ৭০ কিছু কথা কিছু ব্যথা
☆ ৭১ হৃদয় পোড়া গন্ধ
☆ ৭৩ বিষাদের গহীনে
☆ ৭৪ তিন প্রহরের গল্প
☆ ৭৫ অপেক্ষার কষ্ট
☆ ৭৬ কাব্য কবিতার পাণ্ডুলিপি
☆ ৭৭ নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের কান্না
☆ ৭৮ দ্বৈরথ
☆ ৭৯ তুমি বলেছিলে

অনুভূতির অন্তর্দহন

মনের কোণে জমে থাকা অনুভূতির বেদন,
শব্দহীন ভাষায় ভাসে নিঃশব্দের রোদন।
জ্বলে উঠে আগুনের শিখা অন্তরে নির্জন,
ভিতরটা পুড়ে যায়, কেউ বুঝে না অন্তর্দহন।

স্বপ্নগুলো একাকী ভাঙ্গে ভোরের আভায়,
আলো ছুঁতে গিয়ে তবু ছোঁয়া হয় না প্রখর রোদ।
প্রেমের মোহনা এসে ফিরে যায় বেদনায়,
অন্তরে জ্বলে ওঠে ব্যথার এক নির্জন সুরের গীত।

নীরবতার মাঝে গোপন কথার জাল বোনা,
আবেগের ঝড় ওঠে মনে, অবিনশ্বর তৃষ্ণা।
যে কথা কেউ শুনল না, জানল না হৃদয় বেদনা,
তারই গভীরে লুকিয়ে আছে অনুভূতির অন্তর্দহন।

তবু এ যন্ত্রণা, এ আগুনের খেলায় মগ্ন,
মনের ভেতর বয়ে চলে এক অনন্ত যাত্রা।
যা রয়ে যায় নিরব, যা ছুঁতে পারে না কোনো স্পর্শ,
তাই-ই হয়ে ওঠে জীবনের গহীন অন্তর্দাহ।

অনন্ত শুন্যতা

শূন্যের মাঝে ডুবে যাই,
অসীম এক শূন্যতায় !
যা ছুঁয়ে যায় আমার অস্তিত্বের অন্তর্গত কোণ।
সময়ের ধূসর পথ ধরে হাঁটছি,
চেনা-অচেনা দৃশ্যগুলো কুয়াশার মতো ভাসছে।

নিঃশব্দে ঝরে পড়া মুহূর্তগুলো,
অসীমে মিশে যায়;
যেখানে শুরু আছে, শেষ নেই
একটি চক্রবৃত্ত চলমান, কিন্তু প্রতীক্ষিত কিছু নেই।

অনন্তের মাঝে খুঁজেছি আমি নিজেকে,
পেয়েছি শূন্যতা
মায়ার মতো নীরব, অদৃশ্য হলেও অনুভবযোগ্য।
সবচেয়ে ভারী সেই শূন্যতা,
যা ধারণ করে আমার সব প্রশ্ন,
কিন্তু দেয় না কোনো উত্তর।

এই শূন্যতায় কোনো দুঃখ নেই,
আছে শুধু এক অদ্ভুত শান্তি
নিঃশব্দের অনুপম আরাম,
অদৃশ্যতার মাঝে মুক্তির স্বাদ।
শূন্যের মাঝে আমি হারাই,
কিন্তু একইসঙ্গে, এই শূন্যতায় আমাকেই খুঁজে পায়।

অনন্ত শূন্যতা-
একটি প্রহেলিকা,
যার সদ উত্তর নেই,
কিন্তু সেই শুন্যতার খোঁজেই তুমি, আমি
ছুটি অহর্নিশ ।

মানবতার অবক্ষয়

মানবতার শিকড়ে জমছে নিষ্ঠুর ধুলা,
স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে যায়, তবুও নির্বাক এ ধরা।
মানুষ মানুষের মাঝে হৃদ্রতার বিচ্ছেদ ,
ভালোবাসার বুননে বিষাক্ত হাতকড়া।

কতশত চোখের জল শুকিয়ে গেছে ধীরে,
বিশুদ্ধ হাসি ম্লান, ভয় আর হাহাকারে।
শহর উপশহরে আজ ক্ষমতার গর্জন,
হৃদয়ে শুন্যতা! নেই সুরেলা স্পদন।

বিশ্বাসের বৃক্ষও আজ পাতা ঝরিয়ে দেয়,
যেখানে এককালে ছিলো শান্তির ছায়া।
স্বার্থের মায়াজালে বন্দী সকল মন,
মানবতার জয়গান যেন নীরব প্রলাপ।

আলো নিভে দিছে, অন্ধকারের জাল,
কোথায় আলো? উষ্ণতা দেবে মহাকাল ।
তবুও এক চিলতে স্বপ্ন দেখি বিষণ্ন চোখে,
যদি ফিরে পাই হারানো হৃদ্যতার মানচিত্র।

মানবতার বীজ রোপণ হোক আবার,
ভালোবাসার বৃষ্টি ঝরুক নিরন্তর।
স্বপ্নগুলো আবার জেগে উঠুক একসাথে,
মানুষ হোক মানুষ চাই না কোন দুঃখ গাঁথা।

চৈত্রের দাহে বুকের জমিন ফেটে চৌচির

চৈত্রের দাহে বুকের জমিন ফেটে চৌচির,
রোদ্দুরে ঝলসে যায় স্বপ্নের ছোট্ট ঘর,
তপ্ত বাতাসে ঝরা পাতা উড়ে যায় দূরে,
ভাঙা মন বৃষ্টির প্রতীক্ষায় পড়ে শুধু শুকনো ধূরে।

পোড়া মাটির গন্ধে হৃদয় কেঁদে ওঠে,
স্মৃতিরা হাতছানি দেয়, ফিরে আসে ক্ষণে ক্ষণে।
শুকনো নদীর তীরে বসে শুনি একা মন,
দূরের বাঁশির সুরে মিশে যায় দুঃখের রঙিন গহন।

তৃষ্ণার্ত চাতক পাখি চেয়ে থাকে আকাশে,
এক ফোঁটা বৃষ্টি কি আসবে এই আশা ভরসায়,
মেঘের সুর যেন মুছে দিয়েছে কালের খাতা,
আমার চোখের জলেই ভিজে সেই দূরের বার্তা।

দু'চোখের পাতায় জমেছে অনেক দীর্ঘশ্বাস,
প্রতিটি শ্বাসে মিশে থাকে আক্ষেপের স্পর্শ,
শুকিয়ে যায় মন, শুকিয়ে যায় ভালোবাসা,
বাতাসের করচ্চা সুরে হারিয়ে যায় অনুভূতির আশা।

কোথায় খুঁজে পাবো শান্তির একটুকরো ছায়া,
চৈত্রের আগুনে সব আশা দহন হায়,
তবুও বুকের ভিতরে এক সজীব কাঁপন,
বেঁচে থাকার আকুলতা, ছোট্ট একটা জীবন।

চৈত্রের রোদে পোড়া স্বপ্নের ছাই,
তবুও নতুন ভোরের আশায় স্বপ্ন সাজাই।
একদিন বৃষ্টি নামবে, বুকের জমিন ভিজবে,
সেই আশায় মনে মনে বাঁচার গান গাই।

কিন্তু আজ চৈত্রের দাহে জ্বলে উঠেছে অন্তর,
জীবন যেন আগুনে পুড়ছে প্রতিবার।
এভাবে চলবে কতক্ষণ, কে জানে তার হিসেব,
তবুও মনের গভীরে আশা, হয়তো একদিন মিলবে তার শেষ।

প্রিয় বাংলাদেশ

আমার প্রিয় বাংলাদেশ, তুমি জাগ্রত গান,
নদী-মাটি, ফসলের মাঠ , সুভাষিত সুঘ্রাণ।
সবুজে ঢাকা প্রান্তরে, সোনালী মাঠের ধান ,
কৃষকের হাসিতে ভরে দেশের এই মান।

পাখির কলরবে ফুটে ভোরের আলো,
সূর্যের কিরণে জাগে নতুন স্বপ্ন টলমল।
তুমি যে মায়ের ছবি নীরবে দাঁড়িয়ে,
সন্তানের দুঃখে কাঁদো , সুখের হাঁসি দিয়ে ।

তোমার মেঘনা-যমুনা, পদ্মার জল,
তৃষ্ণার্ত মনকে দেয় শান্তির দোল।
তুমি যে বীরের দেশ, তুমি স্বাধীনতার রবি,
রক্তে ভেজা মাটির বুকে লেখা অমর ছবি।

বাংলা ভাষায় তুমি জাগালে আশা,
মাতৃভাষার তরে আমরা পেলাম মুক্তির দিশা।
তুমি স্নেহময়ী ধারার ভালোবাসা ঢালো ,
তোমার বুকের মাঝে পাই শান্তির আলো ।

ও আমার বাংলাদেশ, তুমি যে প্রেরণার উৎস,
তোমার ছায়ায় পাই সৃষ্টির পূর্ণ সুখ সর্বস্ব।
তুমি যেন স্বপ্নপুরী, তুমি আমাদের জীবন,
তোমার গৌরবে বাঁচি, আর মরণে করি পণ।

নিশাচর

নিকষ কালো অন্ধকারে-
মনের অতলে অন্ধকারের ঝড়
নেমে আসবে, আসুক।
পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে যায় যাক না!
তারপরেও জেগে থাকবো।
তবুও তোমারই অপেক্ষায় নিশাচর হবো।
তোমারই প্রতিক্ষায় রবো।
দিনের কোলাহলে তোমার আসা হয় না,
আমি জানি তুমি আমার চেয়েও ভিতু।

তোমার মনের গহীনে
ভালোবাসার জলোচ্ছাস হয়।
তীব্র জলের ধারায় তোমার সমস্ত ধুয়ে মুছে দেয়,
তবু তোমার জড়তা কাটে না।
এটাই তোমার প্রেম
যার প্রতি আমার মোহ।
মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দে তুমি তো দ্বিধায়িত,
তোমার অপেক্ষায় আমি ক্রমাগত নিশাচর থেকে নিশাচর হয়ে-
অন্ধকারে খুঁজে ফিরি।
দিনের প্রখরতা এখন আর ভাল্লাগে না।

রাতের আঁধারে শিউলি ঝড়ে,
জোছনার আড়ালে-
মেঘের দুঃখ গাঁথাও ঝরে পরে।
ঝরা শিউলির মহুয়ায় পরাণ উতলা হয়।
তোমার আগমনী বাতাসের অপেক্ষায়
শরীর শিহরিত হয়।
তোমার তো আর আসা হয় না,
পেঁচার মতো অন্ধকারের
গভীরতা ভেদ করে চেয়ে থাকি
তোমার আগমনের প্রতীক্ষায়।
আমি নিশাচর।

কাশফুলের ছোঁয়া

নীল আকাশের নিচে শিউলির ঘ্রাণ,
শরতের বাতাসে ভেসে আসে গান।
সাদা কাশফুলের মৃদু দোল,
মনের মাঝে বহে কল্লোল।

নদীর পাড়ে ঢেউয়ের খেলা,
অলস বিকেল, নীরব বেলা।
কাশফুলে ছোঁয়া দিয়ে হাতের ডগায়,
মনে হয় যেন ছুঁয়ে দিলাম স্বর্গের দরজায়।

সেই সাদা ফুল, নরম তুলোর মতো,
মিশে যায় বাতাসে মিষ্টি কথায় কত।
হৃদয়ের গভীরে বাজে সুর,
কাশফুলের ছোঁয়ায় জাগে নতুন ভোর।

দেখি সেই কাশফুলের স্নিগ্ধ হাসি,
মনে হয় পৃথিবীটা যেন আরও একটু বাসি।
এই ছোঁয়া কি কেবল ফুলেরই?
নাকি মনে জাগায় স্মৃতির ঢেউ, বয়ে যায় নদীরই।

কাশফুলের ছোঁয়া আমার মন ছুঁয়ে যায়,
অনুভূতির স্রোতে ভেসে যায় কত আশা, ব্যথা, এবং প্রত্যাশায়।
শরতের এই সৌন্দর্য, এতটা নীরব,
তবু কানে বাজে, মনের গহীনে চিরন্তন স্বর।

বিষণ্ন ভায়োলিন

বিষণ্ন ভায়োলিনের সুরে ভেসে আসে,
তোমার হারিয়ে যাওয়া নীরবতার আভাসে।
ম্লান আলোয় রাত্রির আকাশে,
মনের কোণে জমে থাকা স্বপ্নের স্পর্শে।

বীণার প্রতিটি তারে বাজে একটি গল্প,
তোমার স্পর্শের অনুরণন যেন ব্যথার দীর্ঘশ্বাস।
আমার হৃদয় আজও খুঁজে ফেরে,
তোমার ছোঁয়া, সেই প্রিয় আত্মবিশ্বাস।

তুমি দূরে থেকেও যেন খুব কাছে,
ভায়োলিনের সুরে রয়ে যাও নীরবে।
চোখের জল আর অশ্রু মুছে যায়,
কিন্তু হৃদয়ের ব্যথা আজও বাজে।

বিষণ্ন ভায়োলিন থেমে গেলে একদিন,
তোমার স্মৃতির মৃদু সুর থেমে যাবে?
তবুও প্রেমের সেই নীরব ধ্বনি,
হৃদয়ে চিরকাল গোপনে বাজবে।

পরাজিত প্রেম

ভায়োলিনের সুরে আজ তুমি নেই,
হৃদয়ের গভীরে বাঁধা ব্যথার এক মৃদু সুর।
তোমার চলে যাওয়া, এক অসমাপ্ত প্রেমের অধ্যায়,
তবুও ভায়োলিনের প্রতিটি তারে বাজে তোমার স্মৃতি,
একটা একান্ত বেদনাবিধুর রাগিণী।

প্রথম দিনের সেই উচ্ছাস,
তোমার চোখে তখন ছিল এক অনন্ত কাব্য,
তোমার হাসিতে ফুটেছিল এক প্রেমের উজ্জ্বল আভা।
কিন্তু আজ, সুরের ঢেউয়ে ডুবে আছে কেবল শূন্যতা,
ভেঙে গেছে সেই স্বপ্নের ভেলায় তুমি আর আমি।

ভায়োলিনের কান্না,
সে যেন আমারই মনের প্রতিধ্বনি,
প্রতিটি ছন্দে ফিরে আসে প্রেমের সেই অতীত ক্ষণ,
যেখানে তুমি ছিলে আমার,
আর আমি তোমার একমাত্র প্রেমিক।

তুমি পরাজিত করেছ ভালোবাসাকে,
কিন্তু প্রেম পরাজিত হয়নি,
সে রয়ে গেছে ভায়োলিনের প্রতিটি সুরে,
প্রতিটি করুণ বাজনায়,
তুমি আছো, শুধু আর নেই বলে।

ভালোবাসার পথে আমরা দু'জন হেঁটেছি,
কিন্তু শেষমেশ আমি একাই ফিরছি
পরাজিত প্রেমের গানে,
তোমার স্মৃতি হয়ে রইল সেই ভায়োলিনের করুণ সুরে।

পারিজাতহীন ভালোবাসা

ভালোবাসা যদি পারিজাত হতো,
তাহলে তুমি আমার হাতে প্রতিদিনই ফুটতে,
প্রতিটি ভোরে ঝরে পড়তে আমার বুকের কাছে
একটা একান্ত, নির্জন প্রেমের গল্প হয়ে।

কিন্তু 'আমাদের ভালোবাসা তো পারিজাত নয়,
এ প্রেমের রং নেই, গন্ধ নেই
তবুও এর মধ্যে অমোঘ টান,
যেন এক তুমুল ঝড়, যা সবকিছু ভেঙেচুরে
একান্তভাবে টেনে নেয় কাছে।

তোমার চোখে আমি হারিয়েছি
অগণিত শব্দে গাঁথা সেই নীরব ভালোবাসা,
যার ভাষা শুধু আমরা দু'জনই বুঝি,
পৃথিবীকে ছেড়ে দূরে কোথাও,
আমরা এক অদেখা স্বপ্নের পথিক।

তোমার হাতে নেই পারিজাতের সৌরভ,
তবুও প্রেমে আমরা মাতাল
প্রতিটি ছোঁয়ায়, প্রতিটি শ্বাসে,
তুমি আমি মিশে যাই এক অজানা সীমাহীনতায়।

যদি পারিজাত হতো আমাদের প্রেম,
তাহলে হয়তো ক্ষণস্থায়ী হয়ে ঝরে যেত,
কিন্তু 'আমাদের ভালোবাসা তো চিরন্তন
ফুলের মতো ঝরে যায় না,
বরং প্রতিটি নিঃশ্বাসে আরও গভীর হয়, আরও নিবিড়।

তোমার কাছে পারিজাতহীন এই ভালোবাসাই তো শ্রেষ্ঠ,
কারণ এতে কোনো ভোর নেই, নেই কোনো শেষ
শুধু তুমুল প্রেমের এক অপার যাত্রা,
যেখানে তুমি আর আমি
চিরকালীন, অপরাজিত।

জননী জন্মভূমি

মা তোমার আঁচল তলে, খুঁজে পেলাম প্রাণ,
তোমার মাটির ঘ্রাণে মেলে জীবনের গান।
দূর আকাশের তারা যত, সবার মাঝে এক,
তুমি তো মা, জন্মভূমি, স্বপ্নের অনুরাগ।

তোমার পলল নদীর তীরে শৈশবের দিন,
স্মৃতির পাতায় বাঁধা আছে প্রতিটি ধূলিকণা বিন।
তোমার রচ্ক্ষ পথে হাঁটি, শক্তি আসে মনে,
তোমার শস্য ফসলে ভরে যায় মায়ের অঙ্গনে।

মা, তুমি ধ্রুবতারা, আলোকিত পথ,
তোমার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত সর্বত্র।
হাজার বছর কাটুক যেই কাহিনী রচিত,
তুমি আমার, মা তুমি, গর্বের অহংকার।

তোমার মাটি, তোমার জল, জীবন আমার দান,
জননী জন্মভূমি, তুমিই আমার একমাত্র সুধাময় প্রাণ।
তোমার পানে চেয়ে রয়েছি, সমর্পিত এই মন,
তুমি আছো হৃদয়ে, মা, প্রতিটি স্পন্দন।

প্রার্থনা

হে আল্লাহ , শুনো মোর প্রার্থনা,
তোমার নামেই শান্তি খুঁজি, এ ধরিত্রীর মাঝে ।
তুমি ছাড়া নেই অন্য আশ্রয়,
তোমার মহিমায় মুছিয়ে দাও সব গ্লানি,ক্ষয়।

তোমার আরাধনায় স্নিগ্ধ হোক মন,
প্রতিটি নিঃশ্বাসে তোমার নাম অমলিন।
তুমি আছো হৃদয়ের গভীরে,
তোমার তরে সিক্ত হৃদয় !
অন্তরে শান্তির নূর।

জীবনের পথে তুমি পথপ্রদর্শক,
তোমার হুকুমে চলে সব, তুমি সর্বময়।
তোমার কাছে একান্ত নিবেদন,
মাফ করো তুমি সকল ভুল,
দয়ার স্রোতে রাখো মশগুল ।

হে আল্লাহ, তুমি পরম দাতা,
তোমার রহমত রেখো আমায় ,
তুমিই করুণার মালিক।
আমার অন্তর করো পরিশুদ্ধ,
তোমার প্রেমে কবুল করে নাও,
সকল কর্মে সফলতা এনে দাও।

যে কথা হয়নি বলা

যে কথা হয়নি বলা,
মনের গভীরে লুকিয়েছি গোপনে,
তোমার চোখের পানে চেয়ে,
চেয়েছিলাম বলতে তোমার অনুপ্রেরণায়,
কিন্তু‘ সাহসের পথটা হারিয়ে গেল সময়ের স্রোতে।

তুমি কাছে ছিলে, তবুও দূরত্বের পর্দা ,
আমাদের হৃদয়ের মাঝে ছিল এক অবিচ্ছিন্ন বাঁধা,
স্পর্শের আগুনে পুড়ছিল আমার মন,
তবু শব্দের আকাশে মেঘেরা জমছিল অনবরত।

কতবার তোমার হাতে হাত রাখার স্বপ্ন দেখেছি,
তোমার হাসির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি,
কিন্তু‘ সেই মুখের ভাষা
যে কথা হয়নি বলা,
তা এখনও আমার হৃদয়ে সুর তোলে নীরবে।

আজও সেই কথা ঘুমায় নির্জনে,
তোমার স্মৃতির প্রতিটি ছোঁয়ায় জাগে
এক অনন্ত অপেক্ষার মতো,
যেন তুমিই জানো,
সে কথাগুলো ছিল কেবলই তোমার জন্য।

তুমি যদি শোনো,
যদি অনুভব করো আমার নির্বাক ভাষা,
জেনে রেখো,
যে কথা হয়নি বলা,
তা আজও বয়ে বেড়াই ভালবাসার নীরব স্রোতে।

বসন্ত এলেই আমি কবিতার প্রেমে পড়ি

বসন্তের হাওয়ায় ভেসে আসে মাতাল সুগন্ধ,
পলাশের পাঁপড়িতে আঁকা রঙিন ছন্দ।
আমি পথের পাশে দাঁড়াই, দেখি গাছের ডালে
নতুন পাতারা হাসে, মেঘেরা ভেসে চলে।

হৃদয়ে দোলা দেয় অজানা অচেনা এক তৃষ্ণা,
মনে হয় তোমার কাছে এলেই সমস্ত পূর্ণতা।
কাঁপে আমার কলম, চোখে স্বপ্নের মায়া,
শব্দে শব্দে আঁকি চাঁদ-তারা-ধ্রুবতারা।

এই বসন্তে যদি তুমি একবার এসে বলো,
কেমন আছো?,আমার সব শব্দেরা থমকে রবে।
তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে রয়ে যাবো চুপ,
কবিতার প্রেমে মুছে যাবে দুঃখেরও রূপ।

বসন্তের ফুলে ফুটে ওঠে রঙিন কাব্য,
আমার প্রতিটি ছন্দ তোমায় দেয় অভিবাদ্য।
কিছু বলব না, শুধু অনুভব করবো তোমার নীরবতা,
প্রেমের কবিতায় ভরে যাবে হৃদয়ের প্রতিটা পাতা।

এই বসন্তের সন্ধ্যায়, একমুঠো আলো নিয়ে,
তোমায় দিলাম আমার কবিতার হৃদয় ছুঁয়ে।
হয়তো একদিন বুঝবে, কেন বসন্ত এলেই,
আমি কবিতার প্রেমে পড়ি নিঃশব্দের, গভীরতায়।

ধূপছায়ার মাঝে তোমার ছায়া খুঁজে ফিরি,
তুমি পাশে থাকো, তাই আমি কবিতা লিখি।
বসন্তের আমেজে, মধুর আভাসে,
আমার প্রতিটি ছন্দ তোমায় ভালোবাসে।

এভাবেই প্রতি বছর বসন্ত আসে জীবনে,
আমি নতুন করে প্রেমে পড়ি কবিতার টানে।
তোমার স্পর্শে খুঁজে পাই নীরব কিছু শব্দ,
বসন্ত এলেই আমি খুঁজে পাই কবিতার ছন্দ ।

পুরস্কার

বাতাসে ঝরা পাতার মতো
স্বপ্নেরা উড়ে যায়,
ধুলো জমা শহরের গলি ধরে
খুঁজে বেড়াই কোলাহলে নিস্তব্ধতার ছায়া।

অথচ জীবন থামে না,
মেঘলা আকাশে বৃষ্টির মতো
কখনো স্নিগ্ধ, কখনো শূন্য।
হাত বাড়ালেই ধরা দেয় না,
ফিরে আসে শূন্যতায় ভরা পুরস্কার।

মানুষ চায়, স্বপ্ন বুনে
হৃদয়ের অলিগলি ভরে ওঠে আশা,
কিন্তু সব অর্জনেই কি থাকে
সুখের স্বাদ?
কখনো পুরস্কারও ভেঙে দেয়
নিঃশব্দে জমানো প্রতীক্ষা।

তবু আমরা পথ চলি,
সময় হাতে নিয়ে এগিয়ে যাই
শতবার ভেঙে পড়েও
একটি মুঠো আলো ধরে রাখার আশায়।

পুরস্কার নয়,
হয়তো এক বিন্দু ভালোবাসা,
হয়তো এক ফোঁটা হাসি,
সেই তো আসল প্রাপ্তি।

দুষ্টের দমন সৃষ্টির পালন

দুষ্টের দমন
এখন আর তলোয়ার বা অস্ত্র নয়,
শব্দের আঘাত,
মিথ্যার মারণাস্ত্র,
অন্তরের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা প্রবঞ্চনা।
প্রতিদিন এক নতুন যুদ্ধ
পর্দার আড়ালে, নীরব কথোপকথনে,
অস্তিত্বের সংকটে।

তবু সৃষ্টির পালন
হয়ে ওঠে এক সূক্ষ্ম প্রয়াস,
পৃথিবীর কোলাজে রঙ ছড়িয়ে দেয় কেউ,
বাঁচিয়ে রাখে মানুষের স্বপ্ন,
একটি শিশুর হাসিতে,
একটি গাছের সবুজ পাতায়,
বা কোনও অদৃশ্য ভালবাসার আলিঙ্গনে।

দুষ্টের দমন এখন ধৈর্য্যের অপেক্ষা,
সময় তার নিজস্ব ন্যায় নিয়ে আসে।
কেউ দেখে না,
তবু পৃথিবীর নিয়ম অবিচল
জীবনের যাত্রায় অমলিন।

সৃষ্টির পালন
সে চলে নীরবে,
আমাদের ভেতরেই গড়ে ওঠে নতুন পৃথিবী,
যেখানে ক্ষুদ্র শান্তি,
ছোট ছোট আলোর টুকরো,
একত্রিত হয়ে নির্মাণ করে অমরতার বীজ।

দমন আর পালন
এ দুটি আজও পাশাপাশি চলে,
একটি পতন ঘটায়,
অন্যটি নতুন শুরু তৈরি করে।
এই হল জীবনের অবিরাম স্রোত
দুষ্টের দমন,
সৃষ্টির পালন।

আত্ম বিলাপ

জীবনটা এক স্রোতহীন নদী,
স্মৃতির পাড় ভাঙে, তবু চলে নিরবধি।
স্বপ্নগুলো যেন ছায়া হয়ে যায়,
অতীতের অন্ধকারে দুঃখের সুর বাজায়।

মনের আকাশে মেঘ জমে বার বার ,
আলো খুঁজে ফিরে, তবুও আঁধার।
হৃদয়ে জ্বলে এক নিভৃত প্রদীপ,
তার শিখায় মিশে যায় সব ব্যর্থ নিদ্রিপ।

কত আশা কত স্বপ্ন ছিলো বোনা,
কত হাসি জীবনের রঙে রাঙানো।
আজ সব ভেঙে গেছে, ঝড়ে উড়ে গেছে,
আত্মার কান্না শুধু নিরবেই রয়ে গেছে।

কে শুনবে এই অন্তর্দাহের সুর?
কে বুঝবে এই বেদনার অশ্রু ভরপুর?
নিঃসঙ্গতার মাঝে দাঁড়িয়ে আছি ,
আত্ম বিলাপের স্বপ্ন সুরে ভাসছি।

তবুও জীবন চলে তার আপন পথে,
আলো-অন্ধকারের দুঃখ ফুল হয়ে ফোটে।
আত্মার কান্না থামে না, তবু আশা রয় ,
জীবন নদীর তীরে আগামীর স্বপ্ন বয়।

পদ্ম পুকুর

আমার কল্পনায় এক পদ্ম পুকুর,
শান্ত স্নিগ্ধ জলে ভাসে পদ্মের সুর।
সবুজ পাতার কোলে রক্তিম ফুলেরা,
মনে হয় যেন হাজার পদ্ম তাঁরা।

নিস্তব্ধতায় মিশে যায় বাতাসের ধারা,
কোথাও নেই কোনো কোলাহল।
পাখির ডাকে ভাঙে নিস্তব্ধতার ঘুম,
পুকুরের তীরে বাজে প্রকৃতির সুমধুর সুর।

দিগন্ত ছুঁয়ে যায় মেঘের ছায়ায়,
নীল জলে খেলে পদ্মরা আপন মায়ায়।
পদ্মের ঘ্রাণে ভরে যায় মনপ্রাণ,
মনে হয় যেন এই ধরা স্বর্গসমান।

পদ্মের হাসিতে ফুটে ওঠে জীবনের অনুরাগ,
পুকুরের জলে মিশে যায় চিরন্তন প্রেমের গল্প।
পদ্ম পুকুরে বসে স্বপ্ন দেখি নতুন ভোর,
যেখানে থাকবে শুধুই ভালোবাসা,
আর কিছু নয়! শুধুই মুগ্ধ মনোহর।

বিষাদের অনল

তিমির রাত্রির ছায়ায় নীরব বহ্নি ,
বুকের ভিতরে জ্বলে বিষাদের অগ্নি।
প্রতিটি নিশ্বাসে বিষণ্নতার ধোঁয়া,
আশার প্রদীপে যেন পেয়েছে ক্ষণিকের ছোঁয়া।

পাখির ডানা গুটিয়ে আকাশ ভেঙে পড়ে,
তিমিরে ডুবে যায় আলো ঝরা ভোরে।
তোমার স্মৃতিরা যেন তৃষ্ণার্ত পথিক,
বিরহের মরুভূমি শেষে জলহীন রিক্ত।

স্বপ্নগুলো যেন ভাঙ্গে মেঘের মাঝে,
তোমার স্পর্শ ছুঁয়েছিলাম শান্তির ভাঁজে।
কিন্তু আজ সর্বত্র আগুনের শিখা,
প্রেমের নাম ধরে ছুটছে বিষাদের দাহ।

শব্দেরা বোবা, কণ্ঠে নেই গান,
কবিতার কাগজে আঁকা ব্যথার নির্জন বয়ান।
তুমি ছিলে সূর্য, আমি ছিলাম ছায়া,
তোমার আলো নিভলে আমার নেই আর মায়া।

বুকের ভিতর যে অনল দহন করে,
তা তোমারই স্মৃতি, নিঃশব্দে মরে।
প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসে রয়েছে তোমার নাম,
তোমার অদেখা হাসি, আমার নিরব হাহাকার।

চাইনি হারাতে, তবু হারালাম,
ভালোবাসার অনলে আমি একাই জ্বললাম।
তোমার দূরত্বে পুড়ে গেছে হৃদয়,
তবুও সেই আগুনে বাঁচতে চাই প্রতিবার।

আজ এই রাতও জ্বলছে বিষাদের অন্ধকার,
নিঃশব্দে বয়ে যায় বেদনার ঝড়,
তোমার স্মৃতিরা যেন ফিনিক্সের পাখি ,
আমার ভেতরে জন্ম নেয় বিষাদের রাখি।

আমি নীলকণ্ঠী এক শব্দ চাষী

আমি নীলকণ্ঠী, এক শব্দ চাষী,
কলমের কালিতে শব্দ বুনতে ভালোবাসি।
নদীর ধারে বসে শুনি ঢেউয়ের গান,
বুকের গভীরে জাগাই শত অভিমান।

আলো আর অন্ধকারে মিশে থাকি আমি,
মেঘের ভাঁজে লুকিয়ে রই ধূসর স্বপ্নগামী।
পথে পথে ছড়াই কাব্যের রেণু,
শব্দের বুকে গাঁথি ভোরের স্বপ্নের রামধনু।

আমার কলমে মিশে যায় হাসি আর কান্না,
স্মৃতির সরোবরে ডুবি, ফিরে পেতে কামনা।
হৃদয়ের তৃষ্ণায় লিখি বিরহের ব্যাকুলতা,
প্রকৃতির আঁচলে আঁকি ভালোবাসার বার্তা।

ভাঙা সুরে বাজাই এক বিষণ্ন বীণা,
সুখে-দুঃখে বাঁচার রং খুঁজি ; নেই যাতনা।
নীল আকাশে মেলি ডানা, রংধনুর তলে,
শব্দের ভেলায় ভেসে যাই নতুন আলো জ্বেলে।

যতই যাই দূরে, ফিরে আসি আমি,
এই শব্দ-খামে কি ভরা আছে জানে অন্তর্যামী।
আমি নীলকণ্ঠী, এক চিরন্তন শব্দ চাষী ,
স্বপ্নে গড়া আমার এই কবিতা ভালোবাসি।

আমি নীলকণ্ঠী, এক নিঃসঙ্গ পথিক,
শব্দের অন্তরালে খুঁজে ফিরি গোপন সুরমন্দির।
পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখি দূরের কুহেলিকা,
যেখানে রোদ আর বৃষ্টিতে বাঁধা পড়ে কাব্য-কবিতা।

প্রতিটি বর্ণে আঁকি আমার মনের বর্ণিল ছবি,
ভাঙা-গড়া সুখের মধুর স্মৃতি, বিষাদের রবি।
জোছনার আলোয় যাত্রা শুরু এক স্বপ্নের দেশে,
নীলিমার বুকে হাত রেখে , ছুঁতে চাই ভালোবাসা।

প্রতিটি শব্দে মিশে আছে আমার দুঃখের ছোঁয়া,
হৃদয়ের গভীরে জমা থাকা অশ্রু, ভালোলাগার কণা।
যেনো শব্দের বাগান আমি প্রতিদিন সাজাই,
বুকের ভেতরে একাকীত্বের চাবি দিয়ে
খুঁজে নেই লুকানো শব্দ কথা।

বৃষ্টির ফোঁটায় মেলে ধরেছি প্রেমের অনুভূতি,
মেঘলা আকাশে ভেসে ওঠে আমার কাব্যের দৃশ্যপট।
দিগন্তের প্রান্তে মিলে যায় সব মায়াবী বিভ্রম,
তবু ফিরে আসি আমি, কলমে বাঁধি অমোঘ প্রীতিমর্ম।

আমি নীলকণ্ঠী, শব্দের চাষে খুঁজে পাই জীবন,
প্রকৃতির কোল থেকে নেই চিরন্তন স্পন্দন।
আলো-ছায়ার খেলা দেখি প্রতিটি নতুন সকালে,
আমার কবিতা তাই শাশ্বত, সময়ের ফাল্গুনে।

ক্ষীণ এক মায়ায় গাঁথা শব্দের মুকুট,
যন্ত্রণায় পূর্ণ, এখনো স্বপ্ন দেখি,
একদিন সত্য হবে স্পর্শ অনন্ত।
আমি নীলকণ্ঠী, শব্দে আঁকি রূপকথার মানচিত্র,
এখানে ভালোবাসার ধ্বনি, শান্তি আর নিবিড় স্মিত।

ভোরের পাখি

আঁধার কাটিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠে ,
নীরব প্রান্তরে বাজে, পাখির মিষ্টি সুর।
শিশির ভেজা পাতার গায়ে নাচে রোদের ছোঁয়া,
স্বপ্নের মতো জেগে ওঠে, সোনালী নতুন ভোর।

পাখিরা গায় গান, মনের সব সুখে,
ফাগুনের বাতাসে ওড়া, ডানায় সাজায় রঙ।
প্রকৃতি হাসে মিষ্টি হাসি, সবুজ মাঠের কোণে,
ভোরের আকাশ জানায় , নতুন দিনের ঢঙ।

পাখির মেলায় মিলিয়ে যায় সব পুরনো দুঃখ,
নতুন আশা বুকে নিয়ে, উড়ায় সুখের ছায়া।
ভোরের পাখিরা জানায়, দিনটা হবে ভালো,
নির্জন রাত পেরিয়ে, আবার উঠে রবি।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ভোর আসে নতুন করে,
ভোরের পাখির মতোই আমরা যেন উড়তে পারি।
আলোর পথ দেখায় তারা অন্ধকারে না হারিয়ে,
ভোরের পাখির সুরে আসে, জীবন আনন্দ সুর।

কোথাও তুমি নেই

পৃথিবীর কোণে দাঁড়িয়ে আছি,
চারপাশে হাওয়ার মৃদু স্রোত বইছে।
রাস্তায় গাড়ির শব্দ, মানুষের হাঁটার আওয়াজ,
সবকিছু মিলিয়ে এক অদ্ভুত ব্যস্ততা।
অথচ, কোথাও তুমি নেই।
এই জনারণ্যের ভেতরে আমি একা,
যেন এক নিঃসঙ্গ দ্বীপে বাস করছি।
চোখের সামনে মানুষ আসছে-যাচ্ছে,
মুখে যেন নানা গল্প লেখা,
কিন্তু সেই গল্পগুলো পড়ার তুমি নেই।

আমার মনের মাঝে যেন
সবসময় তাড়া করে বেড়ায় অজানা,
অদৃশ্য কিছু একটা।
সবাই ছুটছে, সবাই খুঁজছে,
কিন্তু কী খুঁজছে কেউ জানে না।
হয়তো নিজের মনের শান্তি,
হয়তো জীবনের অর্থ।
কিন্তু এই ছুটোছুটি করার মাঝে
এক মুহূর্ত দাঁড়াতে কেউ চায় না।
কারও সময় নেই আরেকজনের দিকে তাকানোর,
একটি শব্দ শোনার, একটি নিঃশ্বাসের সঙ্গী হওয়ার।

এই শহরের বাতাসে
কেমন একটা শূন্যতা লেগে আছে।
আলো আছে, কিন্তু তাতে উষ্ণতা নেই।
শব্দ আছে, কিন্তু তাতে সুর নেই।
মিষ্টি মুখ আছে, কিন্তু সেই মুখে হাসি নেই।
কোথাও তুমি নেই,
শুধু নিঃসঙ্গতার গভীর ছায়া ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

আমি হাঁটতে থাকি, আর ভাবি
আমরা কি সত্যি একা ?
নাকি এই জনারণ্যের ভেতরে লুকিয়ে আছি সবাই,
নিজেকে আড়াল করে, মুখোশ পরে?
আমরা সবাই কি কারও অপেক্ষায় আছি,
কিন্তু কেউ আসছে না?

হয়তো কোনোদিন, কোনো এক ভোরে,
এই নিঃসঙ্গতার মাঝে তোমার মুখে
দেখা মিলবে এক চিলতে হাসির।
হয়তো সেই দিন বুঝবো ,
আসলে পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে তুমি আছো !
শুধু দৃশ্যত তুমি নেই।

আগুন ঝরা ফাগুনের দিন

আগুন ঝরা ফাগুনের দিন
ফুল ফসলে মাঠ রঙ্গিন,
ঝুমকো জবা রক্ত লাল ,
পাখি গানে মুগ্ধ বিকাল।

পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া,
রঙ্গিন আভায় সেজেছে ধরা।
বাতাস যেন উষ্ণ কিশোর ,
মনের মাঝে বাজে নূপুর।

শিশির ভেজা সবুজ ঘাসে,
হালকা রোদ মিষ্টি হাসে।
হৃদয়ে সুর মাখামাখি ,
আনন্দ আকাশে রাখি আঁখি।

ফাগুন এল নতুন প্রাণে,
জীবনের ঢেউ ওঠে গানে।
আলো-ছায়া মিশে আছে ,
মধুময় ফাগুনের কাছে।

এই ফাগুনে জ্বলে ওঠো,
প্রেম আর স্বপ্নে ভরিয়ে মুঠো।
আগুন ঝরা এমন দিনে ,
চলো রঙ্গিন চোখে স্বপ্ন বুনে।

বেকার জীবন

ক্লান্তি ভরা চোখে স্বপ্নীল আলো পাই ,
হাত বাড়ায়ে পাই না কোথাও ঠাঁই।
জীবনের ডাকে সুখ ফিরে না ,
হৃদয়ের গভীরে স্বপ্ন বুনে যাই।

চাকরির খোঁজে প্রতিদিন ঘুরি,
পথের বাঁকে বাঁকে স্বপ্নের বাড়ি।
শূন্য হাতে মলিন মুখে ফিরি ঘরে,
পরাজিত হৃদয় ভাঙ্গে বেদনা ঝরে।

মায়ের মুখে কত না প্রশ্ন,
বাবার চোখে হতাশার ছায়া।
প্রিয়জনের মুখের হাসিটুকু,
শুকিয়ে হয়ে গেছে দূরন্ত মায়া।

বন্ধুরা সবাই চলছে জোস,
আমি পড়ে আছি পথের ধুলোয়।
ক্লান্ত হৃদয়ে বয়ে চলি,
নিস্তেজ জীবনে নিভু নিভু আলোয়।

কখনো ভাবি, ত্যাগ করে যাবো সব,
ছুটে যাবো ঐ দূর অচিন দেশে।
কিন্তু জীবন রাখে পায়ে শেকল,
স্বপ্নগুলো পড়ে থাকে চির অন্ধকারে।

তবু আশা এখনো শেষ হয়নি,
অন্ধকারের মাঝেও খুঁজি আলোর দিশা।
বেকার জীবনের এই কঠিন পথে,
একদিন হয়তো পাবো সুখের দেখা।

মা মাটি দেশ

মা, গো তোর কোলেই জন্মেছি আমি,
তোর আলো-বাতাসে প্রাণ খুঁজি,
তুই আমার আশ্রয়, তুই আমার ঘর,
তোর বুকে বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞায় ।

মাটির গন্ধে শপথ করি আমি,
এই দেশ আমার, হৃদয়ের জমি,
তোর পথে পথে আমার পায়ের ছাপ,
তোর আকাশে ভাসে আমার স্বপ্নের ডাক।

দেশ, তুই আমায় দিলি অগণিত আলো,
তোর জন্যই এই মন কাঁদে সারাবেলা।
তোর নদী, পাহাড়, সবুজের ছায়া,
আমার চোখে তুই স্বপ্নের বায়া।

তুই আমার গান, তুই আমার ছন্দ,
তোর গানে গাই দেশপ্রেমের সন্ধান।
তুই আছিস আমার হৃদয়ে গভীরে,
তোর আলোয় খুঁজেছি জীবনের নীড়ে।

মা মাটি দেশ, তোরই জন্য বাঁচি,
তোর স্নেহের ছোঁয়া আমার প্রাণে রাঁচি।
তুই আমার সব, তোর সুরে মিশে থাকি,
তোরই পথে মিলে আমার জীবনের ফাঁকি।

তোর ভালোবাসায় গড়ি স্বপ্নের সেতু,
তোরই আশীর্বাদে জয় হবে নিশ্চয়।
মা মাটি দেশ, তুই আমার জীবন,
তোর বুকে গড়ি আমি মুক্তির অধিকার।

সময়ের শিকল

সময় কভু থেমে থাকে না,
তবু আমরা থেমে যাই,
ঘড়ির কাঁটা অহর্নিশ ঘোরে,
মন থাকে পুরনো জায়গায়।

স্বপ্নের পথে শিকল ঝুলে,
ইচ্ছেরা বন্দি অচেনা কক্ষপথে,
সব কিছু সম্ভব মনে হয়েছিল,
কিন্তু পা দৌড়ায় না যথাযথে।

ব্যস্ততার ফাঁদে জীবন আটকে,
পথ হারায়, স্বপ্ন ফিকে,
একদিন ভেবেছিলাম,
ছুটে যাবো অনন্তের দিকে।

তবু সময় আমায় ছাড়ে না,
ছোট্ট এক শিকল আঁকড়ে,
দিনের শেষে ক্লান্তি শুধু,
স্বপ্নগুলো পড়ে অন্ধকারে।

বাঁচার লড়াই, শিকল ভাঙার,
সময়ের হাতে পরাজয় স্বীকার,
কখনো যদি শেকল খুলে যায়,
তবেই শুরু হবে নব এক যাত্রা!

শব্দের নৈঃশব্দ

শব্দ আসে, শব্দ যায়,
মনের ভেতর নীরবতা রয়,
বাক্যের ছন্দে ঝরে পড়ে,
তবু কিছু অজানা থাকে সযত্নে।

শব্দেরা মুখোশ পরে থাকে,
অর্থহীন শব্দরা শুধু বাজে,
কিছু কথা কানে লাগে না,
অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সব সত্তা।

নৈঃশব্দের ভেতর গোপন সুর,
মনের মাঝে গাঁথা অসীম দূর,
শব্দে শব্দে মিলিয়ে যায়,
তবু বোঝা হয় না কারো ভাবনা।

শব্দের চিৎকারে ভেসে যায় মন,
অবশেষে আসে নীরবতার কান্না,
শব্দ ছাড়া বুঝে নেওয়া,
এতদিনের অনুভূতির অজানা গান।

কখনো কখনো নৈঃশব্দ বলে,
যা শব্দে ধরা যায় না সহজে,
নীরবতার গভীরে থাকে লুকানো,
সব কথার চেয়ে বেশি বলা।

জোছনা ঝরা চাঁদের আলো

জোছনা ঝরা চাঁদের আলোয় ভরা,
মুগ্ধ শ্যামল প্রান্তরের এ ধরা
নীরব রাতের কোলে এসে
একান্তে জ্বলে ওঠে হৃদয় পাড়া।

স্নিগ্ধ চাঁদের চোখে মৃদু হাসি,
বাতাসে বহে সুরের বাসি।
তপ্ত দিন শেষে হঠাৎ যেন,
প্রকৃতি পায় শান্তি রাশি রাশি।

নদীর তীরে বয়ে চলা
নির্ঝর ধারা চুপচাপ বলে,
চাঁদের আলোয় ঝিলমিল ঢেউ
মনের গহীনে মিশে যায় অতলে।

গায়ের পথের কাঁটাঝোপে,
আলোর ছায়া খেলে থমকে।
পাখিরা সব ঘুমিয়ে থাকে,
চাঁদের আলোয় স্বপ্ন মগ্ন হয়ে।

গাছের পাতায় লেগে থাকে,
আলোর আভা ছড়ায় জোছনার ফাঁকে।
স্নিগ্ধ রাতে পৃথিবী ভরে
সবুজ প্রান্তর জ্যোতিতে ঝরে।

আকাশের তারা দ্যাখে চেয়ে,
চাঁদ যেন বলে কিছু গেয়ে।
অনন্ত প্রেমের গাঁথা বয়ে,
রাতের আলো প্রাণ ভরে নেয়।

পাহাড়, বন, নদীর ধারে,
নীরবতায় ডুবে যায় তারা।
জোছনা ভরা চাঁদের আলো,
ঘুম পাড়িয়ে দেয় সকল পাড়া।

রাত্রির শেষে ফুরাবে বেলা,
অবসান হবে চাঁদের খেলা,
কিন্তু মনে রবে আজও,
স্মৃতির পাতায় জোছনার মেলা।

এভাবেই ঘরে বাইরে,
চাঁদের আলো ছড়ায় চারপাশে,
জোছনা ঝরা স্নিগ্ধ আকাশ,
মনে গেঁথে রাখে তার স্পর্শে।

প্রত্যাশা

প্রত্যাশার ডানা মেলে আকাশ পানে ছুটে,
স্বপ্নের পালক ভরে, মনে আশা ফুটে।
দিগন্তে লুকায় যারা আলোর ঝিলিক,
তাদের সাথে মিশে থাকে জীবনের ভাসিক।

নদীর স্রোতে বহে আশা, তীরে নিয়ে যায়,
তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ, অপেক্ষায় দিন গায়।
সূর্য ডোবে প্রতিদিন, রাত আসে ফিরে,
আবারও দিন আসে, নতুন রঙে ভরে।

ছোট্ট ফুলের পাপড়িতে অপেক্ষার ছোঁয়া,
বাতাসে উড়ায় তাকে, দেয় অনেক দোলা।
শিশিরের কণায় জ্বলজ্বলে দিনের আলো,
প্রত্যাশা মিশে থাকে, চিরদিনের পালো।

মেঘের কোলে বৃষ্টি নামে, ভিজে যায় সব,
প্রত্যাশা তো তবু থাকে, নতুন দিনের হব।
হারানোর মাঝে লুকিয়ে আশা, ফিরিয়ে দেয় প্রহর,
অন্ধকার শেষে আসে আলো, পেয়ে যায় মনোরথ।

প্রত্যাশা বিনা জীবন কী? শূন্যতায় ঢাকা,
আশা ছাড়া জীবন তো শুধুই বেদনার যন্ত্রণা।
প্রত্যাশা হয় রঙিন ছবি, আঁকে মনোরথ,
স্বপ্নের পথে চলার সাথি, দেয় শান্তির স্বত্ব।

কবি ও কবিতা কথা

কবির মনে কবিতার ঢেউ ওঠে বারবার,
শব্দেরা খুঁজে নতুন ছন্দের সমাহার ।
মেঘের ভাঁজে ভাঁজে রঙের কাব্য খেলে,
বাতাসে ভেসে যায় গদ্য কথা পাখা মেলে।

পাহাড়ের চূড়ায় শুন্যতায় তাকিয়ে কবি,
খুঁজে ফেরে দূর আকাশের রূপ ছবি ।
নদীর কলকল ধ্বনি তার বুকের মাঝে,
পান্ডুলিপি সাজিয়ে রাখে শব্দের সাজে।

কবিতা তো শুধু শব্দের খেলা নয়,
এ তো হৃদয়ের কথা, অব্যক্ত এক জয়।
চোখের জল, হাসি, সুখ-দুঃখের গল্প,
সকল কিছুরই মাঝে খুঁজে পায় কল্প।

শব্দের নৌকাতে ভেসে চলে কবি,
জীবন ভাঙ্গে গড়ে কখনও নেই ভুল দাবি।
রাতের আঁধারে চাঁদ তাকে করে আহ্বান,
তার কলমেই আঁকা হয় পৃথিবীর জয়গান ।

কবি তো মানুষ নয়, একান্ত নব পথিক,
কাব্য তার সাধনা, বেদনার কণ্ঠস্বর।
চিরকাল ধরে সে লিখে চলে গান,
জীবনের পরতে পরতে রেখে যায় প্রাণ।

মনের খোলা আকাশে কবির কথারা ,
স্বপ্নের বুকে লেখা হয়ে যায় তারা ।
কবিতার ভেতরেই কবির অস্তিত্ব,
এই সত্যই কবির জন্য চিরন্তন সত্য।

হৃদয় আকাশে উড়ে শঙ্খচিল

নীল আকাশের প্রান্তরে যখন চোখ মেলে তাকাই, দেখতে পাই একা একা ভেসে বেড়াছে এক শঙ্খচিল। হাওয়ার স্রোতে গা ভাসিয়ে যেন পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চায়। আমার হৃদয়ও তার সাথে পাল্লা দিয়ে উড়তে থাকে, মেঘের আড়ালে হারিয়ে যায়। শঙ্খচিলের ডানায় যেন মিশে আছে এক অজানা কাব্য, যা মন ছুঁয়ে যায়।

এই ব্যস্ত জীবনের গোলকধাঁধায়, আমরা হয়তো ভুলে যাই কেমন লাগে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুক্তির স্বাদ নিতে। কিন্তু শঙ্খচিল সেই ভুলে যাওয়া অনুভূতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তার ডানার প্রতিটি ঝাপটায় যেন লুকিয়ে আছে আমার মনের অব্যক্ত কথাগুলো, যা বলার কোনো অবকাশ নেই।

বস্তুবাদী পৃথিবীর সমস্ত আবরণ ছেড়ে হৃদয় উড়ে যেতে চায়যেখানে নেই কোনো হিসাব-নিকাশ, নেই কোনো শৃঙ্খল। সেই হৃদয় কখনো আকাশের গা ছুঁয়ে, কখনো মেঘের ফাঁক দিয়ে আলো কুড়িয়ে আনে। শঙ্খচিলের মতো, আমিও হয়তো একদিন মুক্ত হবো এই জীবনের বন্ধন থেকে, যাবো দূর আকাশে, যেখানে কোনো সীমা নেই।

প্রকৃতির এ রহস্যময় ভুবনে, শঙ্খচিলের মতো হৃদয়ও চায় স্বাধীনতা। সে চায় এক দিগন্তহীন যাত্রা, যেখানে অপেক্ষা করছে শুধু শান্তি আর নিরবতা। ওই শঙ্খচিলের ডানা যেন প্রতিটি মানুষের অন্তরকে ছুঁয়ে দেয়, তাকে শেখায় কীভাবে শূন্যতায়ও পূর্ণতা খুঁজে পাওয়া যায়।

তাহলে কি শঙ্খচিলই প্রকৃত মুক্তির প্রতীক? নাকি আমার হৃদয়েরই কোনো প্রতিচ্ছবি? যাই হোক, এই উড়ান থামে না। শঙ্খচিল উড়ে চলেআমার হৃদয়ের আকাশে, যেখানে স্বপ্নের কোনো বাধা নেই, যেখানে সব শূন্যতা পূর্ণ হয়ে ওঠে।

শঙ্খচিল শালিকের দেশ

শঙ্খচিল উড়ে যায় নীল আকাশে,
শালিকেরা মুখরিত মাঠের শেষে।
নদীর ধারে দুরন্ত বাতাসের ছোঁয়া,
সবুজ পাতায় বহে শীতল হাওয়া।

নবান্নের ধানে গন্ধ মাতানো পথচলা,
সোনালি আলোয় রাঙানো সারাবেলা।
দেবদারু দুলে মৃদু মন্দ হাওয়াতে,
প্রকৃতির গানে হারায় মন মাঝরাতে।

শঙ্খচিল ডাকে আকাশ পানে,
শালিকের দল মিলে ডানার গানে।
নদীর স্রোতে বাজে সুরের ধারা,
পাখির কুজন দেয় মুক্তি সারা।

গাছ গাছালির ছায়ায় মাঠের ধূলা,
মাঠে মাঠে চলে শিশুর খেলা।
নীল দিগন্তে শঙ্খচিলের ছোঁয়া,
স্বপ্নের মতো ধরা দেয় মুক্তির ধোঁয়া।

আমার দেশের শালিকের কিচিরমিচির গান,
শঙ্খচিল জানে তাদের অবিরাম ঐকতান।
এ মাটি, এ আকাশ, এ নদীর বাঁশি,
সবুজে মোড়া আমার দেশের হাসি।

শঙ্খচিল শালিকের দেশে ফিরে,
নদীর স্রোতে মিশে যায় নির্ভয়ে তীরে।
মনের আকাশে বাঁধে স্বপ্নের নীড়,
আমার বাংলাদেশ, প্রিয় নদীর তীর।

নক্ষত্রের রাত

নিঃশব্দে নেমে আসে রাত, ঝরা পাতার গান,
আকাশে জ্বলে ওঠে হাজারো নক্ষত্রের তান।
নদীর স্নিগ্ধ আলোয় স্নাত জেগে ওঠে প্রাণ,
মৃদু হাওয়ার ছোঁয়ায় জেগে ওঠে তৃণের কান।

চাঁদের আলোয় স্নিগ্ধ ঝিকিমিকি তারায় ভরা,
অন্ধকারের গায়ে মাখা আলোর কণা সারা।
জোনাকিরা আলো জ্বেলে খেলে আনমনে ,
পৃথিবী জুড়ে মায়ার ঘেরা রাতের অমৃতক্ষণে।

পাহাড়ের দিগন্ত ছোঁয়া নীলিমার আহ্বান,
নক্ষত্রেরা হাসছে যেন কল্পনারই গান।
পাখিরা ঘুমিয়ে গেছে, বনে বয়ে যায় হাওয়া,
নির্জনতার গভীর সুরে মাটির ঢেউ পাওয়া।

তৃষ্ণার্ত মাঠে শিশির জমে হীরার মত ঝলমল,
আকাশের বুকে জ্বলে তারার মায়াবী দোল।
নিঃশব্দ রাতে পৃথিবী যেন স্বপ্নেরই এক দেশ,
নক্ষত্রেরা বলে যায় জীবনের অনন্ত লেশ।

এখনও জেগে থাকা নদীর তরঙ্গ দোলায় মন,
আকাশের আলোয় প্রকৃতির অনন্ত যৌবন।
নক্ষত্রের রাত যেন এক অমলিন পবিত্র স্মৃতি,
প্রকৃতির বুকে ছড়ায় শান্তির অনির্বাণ গীতি।

আপোষহীন দৃষ্টি

আপোষহীন দৃষ্টি আমার
সৃষ্টিশীল মন,
দুর্বার দুরন্ত পথিক আমি
ছুটছি প্রতিক্ষন।

অনিয়মের নিয়মগুলো
ভাবায় সারাক্ষণ,
দুঃখী জনের দুঃখ দেখে
কেঁদে ওঠে মন।

অসহায়ের সহায় হতে
খুব ইচ্ছে করে,
সাধ সাধ্য শিকলে বাঁধা
অদৃশ্য কারাগারে।

আলোর আকাশে কালো ছায়া
মেঘের মনে মায়া
রঙ্গিন চোখের স্বপ্ন ভাঙ্গে
কাল বৈশাখী হাওয়া।

উষ্ণতা খুঁজি

বিষণ্ন কুহেলিকায়
ক্লান্ত জীবন ,
হীমঝরা শীত শরীরে বহে
তীব্র কাঁপন।

দেশান্তরী পাখিদের মাঝে
অসহায় কিচিরমিচির,
রাতের চাঁদটি কুয়াশায় ঘেরা
হাওয়ায় কুপোকাত বীর।

দেয়াশলাইয়ের বারুদের
বুকে চাঁপা কষ্ট,
শীতের তীব্রতায় অভিমানী
জীবন আড়ষ্ট।

মোমের আলোয় উষ্ণতা খুঁজি
প্রিয়তমার নিঃশ্বাসে,
মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গে হুতুম পেঁচার
একাকিত্বের দীর্ঘশ্বাসে।

বাতাসে স্বপ্ন উড়ে

মনে কল্পনার লাটাই ঘুরে,
বাতাসে স্বপ্ন উড়ে।
ভিতরে বাহিরে শত অভিমান,
আমি দোদুল্যমান।

সফেদ আকাশে মেঘের ভেলা
মনের জানালা খোলা।
স্বপ্ন আবেশ লাগে মনে
বসন্ত বিহ্বল বনে।

জোৎস্নার আলোয় আলোকিত
তাঁরা ভরা রাত,
কল্পনার নীল নীল জলে
বহে বিরহ প্রপাত।

সদা বিষণ্ন সাইরেন বাজে
জীবনের চারপাশ ,
স্বপ্নরা আষ্ঠে পিষ্টে বাঁধা
অশুভ অক্টোপাস।

আহ্বান

চলো হারিয়ে যাই
কোন এক নির্জনতায়।
সমুদ্র পাড় হয়ে তেপান্তরের পথে..
দূরে কোথাও !
যেখানে স্বপ্নের বুনো হাঁস উড়ে,
প্রজাপতি ডানা মেলে মনের রঙ্গিন আকাশে।
যেথা কবির কবিতায় থাকবে শুধুই..
কাব্য কথা।
ভোরের লাবণ্যতা নিয়ে তোমার প্রেম কাননে ফুটবে শত সাদা গোলাপ।

চলো হারিয়ে যাই ..
দূরে কোথাও!
যেথায় মানুষের কোলাহল,
পাখির কিচিরমিচির,
শ্বাসন শোষণ, নিপীড়ন!
নেই, কিছুই নেই ।
শুধুই নির্মল আকাশ জুড়ে ঢেউ তোলা দুরন্ত মেঘের খেলা।
পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়া পানির কলোধ্বনী
অথবা সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে খেলা করা পাখিদের উল্লাস।
দূর দিগন্ত হারিয়ে যাওয়া শেষ বিকেলের আলোয়
মুখোমুখি তুমি আর আমি অপলক দৃষ্টি বিনিময়।
শিহরিত হব প্রথম স্পর্শের মত তোমার ভীরুতায়।
তোমার চোখের সলজ্য হাসি!
আর আমার তীব্র কামউত্তেজনায় নিজেকে ধরে রাখার
দৃঢ় প্রত্যয়ে বিভোর থাকা।
এভাবে চলি পাশাপাশি!
এসো, কোথাও হারিয়ে যাই...।
এ আমার একান্ত কামনা অথবা আহ্বান।

বসন্তের অপেক্ষায়

কোনো এক বসন্তের
পড়ন্ত বিকেলে যদি দেখা হয় দৈবচয়ণে!
অশ্রু ঝরিবে কি ঐ নয়নে?
অতীত স্মৃতির রোমন্তনে ব্যাথাতুর
হবে কি তোমার পাষাণী মন।

যে পথ তুমি গিয়েছে ভুলে
সেই পথ কি সাজবে নতুন ফুলে!
অতীতের প্রগলভা হাতছানি দেয়
এ কি শুধুই আমার পরাজয়?

পরাজিত প্রেম আমার
তনুর তিমিরে হানে আঘাত,
তোমার ভুবনে বহে না জলপ্রপাত।

আমি বসন্ত আগমনের অপেক্ষারত
তবুও উপেক্ষিত হই ক্রমাগত।
মনের গহীনে একাকী স্বপ্নবুনি
এ উৎসব হউক বসন্ত জয়োধ্বনি ।

একুশের স্মৃতি

একুশ আসে একুশ চলে যায়
একুশে কোকিল গায়,
একুশ আমার হাজার স্মৃতি
স্মরণ করিয়ে দেয়।

একুশ আসে পিতা হারা সন্তানের
বিষণ্ন চোখের জ্বলে,
একুশ আসে সন্তান হারা মায়ের
কান্না লুকানো আঁচল তলে।

একুশ আসে ভাই হারা বোনের
হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে,
একুশ আসে মায়ের ভাষার পূর্ণ
মর্যাদার বিশ্বাসে।

একুশ শোক একুশ সম্মান
একুশ প্রভাত ফেরী,
এই একুশেই শহীদ বেদীতে
পুষ্পের গড়াগড়ি।

পাখির ডানায় স্বপ্ন উড়াই

পাখির ডানায় স্বপ্ন উড়াই ,
নীল আকাশে স্বপ্ন বিলাই।
শুধু হাওয়ায় ভেসে চলি ,
বাতাসে খুজি নতুন স্বপ্ন কলি।

সূর্যের কিরণ আলোর গান,
নদীর ঢেউয়ে বাঁধা প্রাণ।
বনের মাঝে সবুজ পাতা ,
স্বপ্ন আমার একান্ত কথা ।

চঞ্চল পাখি ডাকে ডালে,
আশার সুরে মিষ্টি তালে।
দিগন্ত পানে মেলে ডানা,
অচিন দেশের খোঁজে মানা।

নীল গগনে বৃষ্টির গান,
ধীরে ধীরে মুছে দেয় মান।
স্বপ্নগুলো উড়তে চায়,
আকাশে মেলে প্রিয় ছায়া।

পাখির ডানায় বাসা বাঁধি,
স্বপ্ন আমার যায় না ঝড়ে কাঁদে।
পথের বাঁকে পাই আশ্বাস,
পাখির সাথে মেলে ভালোবাসা।

স্বপ্নগুলো আজও জাগে,
আকাশ পানে সে তো লাগে।
পাখির ডানায় স্বপ্ন উড়াই,
প্রাণের মাঝে স্বপ্ন বিলাই।

চৈত্রের দাহ

তোমার চোখের চৈত্রের দাহ
দেখেছি আমি শুধু
চাতক চোখের গোপন ভাষা
আমি ছাড়া বুঝবে না কেহ।

চৈত্রের ফুল না ফোটা কৃষ্ণচুড়ার ডালে
কোকিল আসে না,
তোমার চোখের তারায় আমি
কদম ফুল তোমার ঠোঁটেই দেখি
এসেছে আবার কৃষ্ণচূড়ার ঋতু
তুমি আছো তাই অভাব বুঝিনি তার;
না হলে চৈত্রে কোথায়ইবা পাবো বলো
কৃষ্ণচুড়ার অযাচিত উপহার,
বর্ষায় সেই ফুটবে কদম ফুল
তোমার খোঁপায় চৈত্রেই আনাগোনা।

তাই সন্দেহে চোখ মেলে কেউ কেউ
তাকায় কোথায় ফুটেছে কৃষ্ণচূড়া,
কেউ খোঁজে এই নিরিবিলি ফুলদানি;
চৈত্রে কোথাও ফোটেনি কৃষ্ণজচূড়া
কিন্তু ফুটেছে তোমার দুইটি ঠোঁটে,
কবির দুচোখ এড়াতে পারেনি, তাই
ধরা পড়ে গেছে কবিতার পঙক্তিমালা।

চলো মিছিলে যাই

চলো মিছিলে যাই-
বুভুক্ষের জঠর জ্বালা নিবারণের নিমিত্তে,
নিপীড়িত জনতার নিপীড়ন রক্ষার্থে।

চলো মিছিলে যাই-
মানবতার জয়গাণের স্বার্থে,
ভন্ড মুখোশধারী রাজনীতির বিরুদ্ধে।

চলো মিছিলে যাই-
স্বার্থের জন্য নয়, পরোপকারের নিমিত্তে,
সমাজ ভাঙ্গতে নয়, সুন্দর সমাজ গড়তে।

চলো মিছিলে যাই-
দেশোত্ববোধের টানে ,স্বাধীনতার জয়গানে।
লাল সবুজের দেশে, প্রকৃতি ভালোবেসে।

চলো মিছিলে যাই-
৭ই মার্চের উত্তাল রেসকোর্সের ময়দানে,
যেমন গিয়েছিলো বঙ্গবন্ধুর আহবানে।

চলো মিছিলে যাই-
দেশপ্রেমী বিদ্রোহী হতে চাই, দেশদ্রোহী নই,
আমি ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের বিপক্ষে।

চলো মিছিলে যাই-
দ্বীন ইসলামের পতাকাতলে, নহে ভন্ডের দলে।
বিশ্ব মোড়লের অনিয়ম ভেঙ্গে ফেলি অতলে।

চলো মিছিলে যাই-
এখনই মিছিলে যাওয়ার উত্তম সময়।
সত্য, সুন্দর, শান্তির জয়গান গাই সর্বময়।

আমি প্রাক্তন বলছি

আমি প্রাক্তন বলছি-
সাঁতাশ বছর পরে মনের ছোট্ট ঘরে,
মায়াময় চাঁদ মুখখানি মনে পড়ে।

অভিমানী আঁখি তুলো অভিমান ভুলে,
তাকিয়ে দেখো আজ নয়ন ভরেছে জলে।

যে ভুলে তোমায় ভুলিয়া হলাম পরবাসী,
সাঁতাশ বছর পরেও বলছি ভালোবাসি।
ঊষালগ্নের তুমুল মিনতি দু পায়ে মাড়িয়ে,
হেঁটেছো অনেক পথ আমি সেই পথে আজও দাঁড়িয়ে।

আমি প্রাক্তন বলছি-
অতীত অনেকটা সময় তবুও ভুলিনি তোমায়,
হয়তো তুমি মনের ছোট্ট ঘরে রাখোনি আমায়।

তোমার কল্প কথা গল্পগাথা হৃদয় পটে আঁকা,
আকাশ ভরা তারার মাঝে আমার আকাশ ফাঁকা।

নিভে যাওয়া দীপ

অতীত স্মৃতির স্বপ্নগুলো
যেন আলোর আভা,
তোমার স্মৃতির প্রহর গুলো
ছিলো জীবন শোভা।
সময়ের হাতে আজ ভাগ্য বিড়ম্বিত,
জানি জয় পরাজয় অবধারিত।
মানুষ হবে প্রত্যারিত,
কিন্তু ভাগ্য নির্ধারিত।
কর্মফল চোখের জল
নিজেরই আমলনামা,
পরের উপর ভরসা করলে
জীবন হবে তামা।
জীবন যুদ্ধে হেরে যাওয়া
নিভে যাওয়া প্রদীপ,
ঘোর আঁধারে জ্বালিয়ে নিও
নতুন কোনো প্রদীপ।

মেঘের সাম্পান

রাতের নির্জনতায় মায়াবী চাঁদের
অবাক জোছনার আলোয়,
উদাসী আকাশের পানে তাকিয়ে-
জোছনা স্নাত মেঘের সাম্পানে চড়ে,
হাওয়ায় ভাসতে খুব ইচ্ছে হয়।
মেঘের ডানায় ভর করে,
তেপান্তরের পথে ছুটতে সাধ হয়-
দূর নীলিমায়।
আপন খেয়ালে মেঘের ভেলা
কোথাও হতে কোথায় যায়?
অবাক তাকিয়ে রই,
চাঁদ লুকাল ঐ মেঘের নিলীমায়!
আবার আলোর স্নানে ভরিয়ে দিল ধরা।
সারা দুনিয়া জুড়ে এত আলোয়-
আলোকিত সকল পাড়া।
জোছনার আলোয় পরান দাপায়-
আমার প্রাণের পাখি সেথায়!
এই আলোকিত জোছনা স্নাত ক্ষনে,
অপেক্ষারত আমি ধরিত্রীর এক কোণে।
মেঘের সাম্পানে করে তুমি ছুটে এসো!
এসো নীরব জোছনায় এই পরাণে বসো।

বিজয়ের আহ্বান

বিজয়ের উল্লাসে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে
দীপ্ত শপথে চোখ হাসে আর মুখ হাসে।
টগবগিয়ে সুখ হাসে বিজয়ের প্রয়াসে,
আমাদের লাল সবুজের ইতিহাসে।

নতুনের আহব্বান তারুণ্যের জয়গান,
বিজয় আনন্দে সতেজ হোক মহা প্রাণ।
লাখো শহীদের রক্তের দান,
হবে না কখনো চির অস্থান।

বাঁধন হারা আমরা স্বাধীন দেশে ,
বিজয় উৎসবে থাকবো ভালোবেসে।
রক্তে কেনা স্বাধীনতার করবো না অপমান,
লাল সবুজের এদেশ লক্ষ্য প্রাণের দান।

মুক্ত স্বাধীন, মুক্ত বেশ!
বিজয় আনন্দে কাটে না রেশ।
লাল সবুজের পতাকা তলে,
এগিয়ে যাব বিভেদ ভুলে।

দেশ মাতৃকায় মুক্তির গান,
বিজয় উল্লাসের আহ্বান!
হিংসা বিদ্বেষ আর মুক্তির গানে,
জোয়ার উঠুক সকল তরুণ প্রাণে।

এসো হে বৈশাখ

এসো হে বৈশাখ এসো!
অগ্নি স্নানে নহে-
এসো শান্ত সমিরণে,
এসো আম্র মুকুলের ছোঁয়া
শুভ্র ঘ্রানে।
এসো প্রাণে প্রাণে আনন্দ
আহ্বানে ,
মল্লিকা বিথিকা বনে।
এসো প্রেয়সীর ছল করা গোপন
চাহনীতে,
এসো আলতা রাঙা কোমল চরণে
জোছনা ঝরা রজনীতে।
এসো শুভ্র বসনে-
লাল পেড়ে সাদা শাড়ি,
হাত ভর্তি কাঁচের চুরি
মাথায় রেখো ফুলের বেড়ি।

হেমন্তের আগমনে

ডাহুক ডাকা ভোরে সবুজ ঘাসে
অথবা সোনালী ধানের শীষে
মুক্তার দানার মত চকচকে
শিশির বিন্দু আমার হৃদয় বৃন্ত
পুলকিত হয়।
ঝরা শিউলির ভেজা পাপড়িতে
আঁচল ভিজে।
হেমন্ত-তোমার আগমনে প্রকৃতির রূপে আসে স্নিগ্ধতা ।
রবি ঠাকুরের ভাষায়- "হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা ,
হিম ঘন ঘোমটা খানি ধূসর রঙে আঁকা।
তোমার আগমনে-
নবান্নের উৎসবে মেতে ওঠে পল্লীবধূ।
ঢেঁকির মেকি শব্দে মুখরিত গাঁ।
তোমার শুভাশিসে রাশি রাশি কনক
আভায় তপ্তরৌদ্রে কৃষকের মুখে হাসি।
তোমার আগমনে পদ্মফুলে আর লাল শাপলায় সেজেছে দক্ষিণের বিল।
ডানা ঝাপটিয়ে দূরে কোথাও উড়ে যায় গাঙচিল।
ঝরা কাশফুলের নদীর তীর আর
শুন্য পুস্প উদ্যানে কোকিলের অপেক্ষা বসন্ত দিনের।
স্নিগ্ধ হেমন্ত সকালের সোনালি রোদের বর্ণছটা গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে
খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।
হেমন্তিকার গোপন আঁচলে
নাতিশীতোষ্ণ সকাল-সন্ধ্যা সাজে আলোর ধরিত্রী।
তোমার আগমনে খুঁজে ফিরি-
শীতের কুয়াশামাখা মাখা পিঠা পুলির নিমন্ত্রণের অপেক্ষা।

আকাশের নীলে বসবাস

নীল আকাশের গভীরতায় মিশে যায় স্বপ্নরা,
তোমার চোখে খুঁজি স্বপ্নের অমিয় ধারা।
তুমি আসো হাওয়ার গানে, তাই দুলে ওঠে মন,
তোমার সুরের মায়ায় ভেসে যায় অগণন ক্ষণ।

চাঁদের আলোয় ঢেকে যায় আমার একাকীত্ব,
তোমার হাসির ঝর্ণায় ধুয়ে যায় সব ক্লান্তি,
তোমার স্পর্শের আঁচড়ে জাগে নতুন প্রণয়,
তুমিই আমার হৃদয়ের আকাশে এক পরিচয়।

বাতাসের ছোঁয়ায় তোমার কণ্ঠ ভেসে আসা ,
আকাশ নীলে মিশে গেছে ভালবাসার ভাষা,
তোমার কথা আমার প্রতিটা নিঃশ্বাসে বাজে,
তোমার স্মৃতির আলপনায় দিনরাত্রি সাজে।

তুমি দূর আকাশের তারা, আমি ফিনিক্স পাখি,
তোমার আকর্ষণে ভেসে যাই, গানে ধরি রাখি।
তোমার হৃদয় ছুঁয়ে দেখি প্রেমের নিঃশব্দ রাত,
তুমি নীল আকাশ, যেখানে নেই কোনো বাধ।

তোমার হাত ধরা মানেই আকাশের নীল ছোঁয়া,
তুমি এলে মনের ভেতর জ্বলে অগ্নি ধোঁয়া।
তোমার নীরব হাসি, আর সেই গোপন দৃষ্টি,
আমার জীবনজুড়ে রেখে যায় অস্তিত্বের কৃষ্টি।

আকাশের নীলে বাস করে আমাদের ভালবাসা,
সেখানে নেই কোনো বাধা বিভাজনের হতাশা ।
তুমি আর আমি নিঃশব্দ নীলিমায় বাঁধা,
তোমার ছোঁয়ায় প্রতিটি ক্ষণ যেন গোলক ধাঁধা।

বলাকারা পাখা মেলে দূর দিগন্তে

বলাকারা পাখা মেলে, সাদা মেঘের উপর,
আকাশ জুড়ে বাজে অজানা নূপুর।
নীলিমার বুকে তারা, মুক্তির গান গায়,
আপন খেয়ালে দিগন্তের ওপারে যায়।

নদীর জলে ছায়া পড়ে, তরঙ্গে নাচে তারা,
পাখির ডাকে ভোরের বেলা, নতুন দিনের সারা।
মাটি আর আকাশ মাঝে, যত মেঘের ছায়া,
বলাকার চলার পথে, ছড়িয়ে দেয় মায়া।

দূর দিগন্তে মিশে যায়, সবুজ মাঠের গান,
ফসলের খেতে দোলা দিয়ে, যায় একান্ত প্রাণ।
প্রকৃতির এই বুকে, কত স্বপ্নের ছন্দ,
বলাকার ডানায় ভাসে, অফুরন্ত আনন্দ।

চলে যায় দূর বহুদূরে কোথাও নেই মানা,
পৃথিবীর বুকে যেন, রহস্যময়ী যাত্রা।
চোখের আড়ালে মিলিয়ে যায় অজানা দেশ,
বলাকার মুক্তি পেয়ে, কোথায় করে শেষ?

আকাশ পথের শেষে নেই কোনো ক্লান্তি,
বলাকারা জানে শুধু মুক্তির শেষ প্রশান্তি।
দিগন্তের ওপারে গিয়ে খুঁজে ফেরে তারা,
পাখা মেলে অবিরত অজানা শান্তির ধারা।

ক্ষীণ আলোয় ভেসে যায় স্বপ্নেরা একত্রে,
বলাকারা পাখা মেলে দূর দিগন্তে।

মন ফাগুনের চিঠি

ফাগুন এলে মন উদাসী হয় ,
বাতাসে ভাসে ফুলের প্রনয়।
ধূসর পাতায় স্বপ্ন কাব্য কথা,
গানে গানে ভাসে সুরেলা ব্যাথা।

মাঠে মাঠে কৃষকের হাসি খেলা,
আকাশে উড়ে সাদা পাখির মেলা।
পলাশের ডালে সূর্যের হাসি,
নদীর জলে মুগ্ধতা রাশি রাশি।

মন ফাগুনে জাগে নতুন আশা,
চিঠি লিখে তব ভালোবাসা।
পাতার ঝরায় রঙের রেণু ,
শীতল হাওয়া গায়ে পরান যেন।

তুমি এলে গোপনে রঙধনু বেয়ে,
চোখে চোখে অচেনা ভাষা।
হৃদয়ের তালে বাজে মনোস্বরে,
ভালোবাসার কবিতার আশা।

ফাগুন রাতের নীরব আলাপ,
তোমার ছোঁয়া কাঁপায় বুক।
চাঁদের আলোয় স্মৃতির মায়ায়,
তোমার ছায়া মন ছুঁয়ে যায়।

এই চিঠি লেখা শুধু তোমায়,
ফাগুনের হাওয়ায় ভেসে আসে।
শহর ছাড়িয়ে, গাঁয়ের পথে,
মনের ডাকে কাছে এসে বসে।

শব্দের গহীনে

শব্দের গহীনে ডুব দিয়ে খুঁজি,
নিঃশব্দতার একান্ত শব্দ রাজি।
বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে নিরব কথা,
মন আঁকে একলা নদীর ঢেউ গাঁথা।

শব্দের পথ বেয়ে যাই বহুদূরে,
খুঁজে ফিরি অবাক করা শহরে,
সেখানেই হয়তো গোপন ব্যথা,
গহীন রাতের অচেনা মানুষের কথা।

অক্ষরের মায়ায় জড়িয়ে থাকে
হৃদয়ের যতটুকু কান্না-হাসি,
বুকের ভেতর জমে থাকা ঢেউ
ছুটে চলে শব্দরা খুব পাশাপাশি।

বাতাসের গানে মিলাই অচিন সুর,
প্রাচীন রাত্রির গোপন সংগীত সুমধুর।
শব্দের গহীনে খুঁজে পাই সেই,
জীবন আলাপনের শব্দ নূপুর।

শব্দের দেয়াল ভেঙে গড়ে তুলি,
আবেগের মধুর শব্দের ফাঁলি,
কখনো হাসায়, কখনো বা কাঁদায়,
আবার মিশে যায় নীরবতার মায়ায়।

এই যে শব্দের অগাধ প্রান্তর
তারই মাঝে খুঁজে ফিরি ঠিকানা,
কোথায় লুকানো জীবনের মানে,
শব্দের গহীনের শব্দেরা অচেনা।

ডাহুক ডাকা গায়ে

ডাহুক ডাকে গায়ে, মেঘে ছাওয়া আকাশ,
কুয়াশার চাদরে ঢাকা সবুজে ঘেরা চারি পাশ।
নদীর তীরে বয়ে যায় ধীর জলধারা,
সেই সুরে মিশে যায় নিঃশব্দ কান্নার সারা।

পাহাড়ের বুক চিরে নামে ধোঁয়া ধূসর ধারা,
ডাহুকের কণ্ঠে ভাসে বিষাদের সুর বাঁধন হারা।
শূন্য মাঠের প্রান্তে দাঁড়ায় মন উদাস,
শস্যহীন ধানক্ষেত বুকে কেবল ব্যাকুল আস।

গায়ে লেগে থাকে রাতের নরম শিশির ,
ডাহুকের আহ্বানে মিশে হৃদয়ের তিমির।
ফেলে আসা দিনের মতো ফিকে হয় সবুজ,
আকাশের কোণে বাঁধা একাকীত্বের বুজ।

ঘুমহীন রাতে ডাহুক ডাকে দূর অজানায়,
অস্তগামী সূর্যের আলো যেন সেও হারায়।
ডাহুকের কান্না মিশে যায় মেঘলা বাতাসে,
মন যেন ভাসে কল্পনার কালো আকাশে।

বাতাসে ভেসে আসে ব্যথার কথা,
মনের ভেতর জমা হয় স্মৃতির ব্যথা।
ডাহুকের ডাকে জেগে ওঠে পুরনো দিন,
ভুলতে না পারা স্মৃতিরা ঘিরে রাখে বীন।

গভীর রাতে ডাহুক ডাকে ব্যাকুল স্বরে,
পাহাড়ের বুকে লুকিয়ে চাঁদের আলো ঝরে।
ডাহুকের সুরে মিশে যায় দিনের ক্ষত,
আলো-ছায়ার খেলায় মিলে যায় যত।

ডাহুক ডাকা গায়ে, বিষাদের সুর ভরে,
নিস্তব্ধ প্রান্তরে বুকের ব্যথা ঝরে।
নদীর তীরে কেবল একটিই কাহিনী,
ডাহুকের ডাকে মনে থাকে নিরব রাগিনী ।

মেঘ ও বৃষ্টির গল্প

মেঘেরা দূরে দূরে, আকাশে ভেসে যায়,
বাতাসের দোলায় যেন তারা গান গায়।
নীলিমার বুকে তারা খেলে ছায়ার খেলা,
সূর্যের হাসিতে ভরে ওঠে সকল মেলা।

হঠাৎ কোনো একদিন, মেঘ করে ঘন,
বাতাসের স্পর্শে মন করে আনচান।
আকাশটা ঢেকে যায়, আঁধার করে ছায়া,
বৃষ্টি আসে ধীরে, যেন স্বপ্নের মায়া।

বৃষ্টির ফোঁটায় মাঠে গাছেরা হাসে,
পাহাড়ের বুকে যেন নতুন গান ভাসে।
নদীটা পায় প্রাণ, ঢেউ গুণ গুণায়,
মাটির গন্ধে যেন সৃষ্টির কথা শোনায়।

মেঘেরা কখনো কাঁদে, বৃষ্টির সুরে,
বায়ু এসে বলে, "থামো, নতুন ভোরে।"
বৃষ্টির গল্প শেষ, রোদের হাসি ফোটে,
মেঘেরা আবার চলে যায় দূরের পথে।

এভাবেই মেঘ-বৃষ্টি, আকাশে গায় গান,
প্রকৃতি সাজায় আপন গল্পের সমাহান।
মনের আকাশে ওরা রঙ তুলে ধরে,
মেঘ আর বৃষ্টির গল্প যেন হৃদয়ে ভরে।

গোধূলি বেলায় একাকী আমি

গোধূলি বেলায় একাকী আমি,
নীল আকাশে ছড়ায় সুনীল রং,
সোনালি সূর্য ঝরে যায় ধীরে,
পাখির কুজন থেমে যায় একতরফা ঢং।

হাঁটতে হাঁটতে আমি গন্তব্যহীন,
প্রান্তরের পথে হারাই নিজস্ব ঠিকানা,
একাকী মন কাঁদে শূন্যতায়,
কোথায় যে সুখ কোথায় সে মানা।

শীতল হাওয়া ছুঁয়ে যায় মন,
অচেনা পথ যেন প্রিয় হয়ে ওঠে,
অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি,
আলোর রেশ ফিকে হয়ে লুটে।

রঙিন আকাশ কালো হয়ে যায়,
তবু মন খোঁজে মধুর এক ছোঁয়া,
গোধূলির আলোতে ফিরে যায় স্মৃতি,
ভেসে যায় অদূরের কোনো ব্যথা।

নিঃশব্দ রাতে জোনাকি জ্বলে,
পথের ধারে মিশে যায় কুয়াশার পর্দা,
গোধূলি বেলায় আমার সঙ্গী শুধু,
চলমান ছায়ার স্তব্ধ কোলাহল।

একাকী হৃদয়ে ভাসে অচেনা সুর,
গোধূলি বেলা বলে যায় কিছু কথা,
এখানে সব কিছু থেমে যায় যেন,
শুধু বয়ে চলে স্মৃতির বহতা।

এখানে আমি, একা দাঁড়িয়ে,
রূপালী আঁধারে নিজেকে খুঁজি,
গোধূলি বেলায় হারায় সব কিছু,
আঁধারেই যেন মেলে নিজের রূপ সাজি।

কিছু কথা কিছু ব্যথা

কিছু কথা লুকিয়ে থাকে, মনের আড়ালে,
কিছু ব্যথা একাকী কাঁদায় ,স্বপ্ন হাড়ালে।
কিছু স্মৃতি ঝাপসা করে চোখের পাতা ,
কিছু ভুলে থাকা স্মৃতির ভিতর জমে কথা।

কিছু দিন রোদ হাসে, কিছু দিন ঘন মেঘ,
কিছু ভালোবাসা শুষে নেয় জীবনের আবেগ।
কিছু প্রহর থেমে থাকে, কিছু প্রহর চলে যায়,
কিছু কষ্ট পুড়িয়ে দেয় সময়ের আগুনে হায়।

কিছু কথা ফেলে হাঁটতে থাকে পথের ধারে,
কিছু ব্যথা বাঁধা পড়ে শিকল হয় বুকের ঘরে।
কিছু আশা মেঘের মতো ছায়া হয়ে ঢেকে যায়,
কিছু দীর্ঘশ্বাস জমে দিনের শেষে শুধুই কাঁদায়।

কিছু ফুল ঝরে যায, কিছু ফুল ফোটে না আর,
কিছু স্বপ্ন ভাঙ্গে যেন ভোরের স্বপ্নের সমাহার ।
কিছু কথা রয়ে যায়, কিছু মুছে যায় ধীরে,
কিছু পথ ভুলে যায়, কিছু পথ আবার ফিরে।

কিছু কথা কিছু ব্যথা, হৃদয়ে রয়ে যায় চুপ,
কিছু সুর বাজে না , শুধুই মন খারাপের রূপ।

হৃদয় পোড়া গন্ধ

হৃদয় পোড়া গন্ধ ভাসে বাতাসে,
যেন আগুনে ঝলসে গেছে আশা আর ভালোবাসা,
কোনো এক দূরের প্রান্তরে পড়ে আছে স্মৃতির ছাই,
মনে পড়ে সে দিনগুলোর পুড়ে যাওয়া মায়া।

গভীর নিশীথে জেগে উঠি হঠাৎ,
বুকের ভেতর বয়ে যায় অজানা যন্ত্রণার স্রোত,
কেমন করে পোড়ে, কেউ দেখে না, বুঝে না,
শুধু থাকে স্মৃতির ধোঁয়া, ছড়িয়ে পড়ে তীব্র নির্জনতায়।

অনন্ত শূন্যতার ভেতরে হারিয়ে যায় কান্নার সুর,
সবকিছু যেন কেমন নিস্তব্ধ, থেমে যায় সময়ের মুর।
এ গন্ধে মিশে আছে কিছু অব্যক্ত কথা,
কিছু অপূর্ণ স্বপ্ন, কিছু ভাঙা প্রতিশ্রুতি ।

প্রতিটি মুহূর্তে হৃদয় পোড়ার গন্ধ পাই,
বৃষ্টির দিনে মেঘে মেঘে মিশে থাকে সেই ছোঁয়া,
পাহাড়ের চূড়ো থেকে নেমে আসা হাওয়ায় ভাসে,
যেন পোড়া স্মৃতির টুকরো ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

বসে আছি নিঃশব্দে, সব হারিয়ে কেবল নিঃশ্বাসে,
আমার হৃদয় পোড়া সেই স্মৃতি, তার ভার আমি বই।
অন্ধকারে মিলিয়ে যায় আলো, তবু গন্ধটি অম্লান,
হৃদয় পোড়া গন্ধে লেখা রয়ে যায় বেদনার কাব্যকথা।

তুমি বলেছিলে-

তুমি বলেছিলে, শরৎ আসলে দেখা হবে আমাদের।
জোছনার আলোয় শান্ত নদীর পাড়ে,
হয়তো সাদা কাশফুলের পাশে দাঁড়িয়ে
আমি তোমার চোখে পড়বো ঠিক যেমন আকাশের তারারা ঝকমক করে
কোনো দুঃখের রাতে।

তুমি বলেছিলে, কুয়াশার চাদরে মোড়া ভোরে
আমাদের পথ হবে দীর্ঘ, কিন্তু তুমি থাকবে পাশে।
হাত ধরে হাঁটবো আমরা অজানা পথে,
শরতের হিমেল বাতাসে ভেসে আসবে আমাদের কথার সুর।

কিন্ত আজ, শরৎ এসেছে
কাশফুল ফুটেছে, আকাশ পরিষ্কার, বাতাসে হালকা শীত।
তবু তুমি কোথায়?
তোমার প্রতিশ্রুতি কি বাতাসের সঙ্গেই মিলিয়ে গেল?

তুমি বলেছিলে, অপেক্ষা করলে আমায় পাবে।
আজ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে তোমার ছায়ার জন্য অপেক্ষা করি,
তোমার হাসির প্রতিধ্বনি যেন কানে বাজে,
তোমার মিষ্টি কথা যেন বাতাসে মিশে থাকে।

তুমি বলেছিলে, শরৎ হবে আমাদের ঋতু,
এই নীল আকাশের নিচে থাকবে আমাদের গল্প।
কিন্তু আজ আকাশেও যেন ক্লান্তি
মেঘগুলো তোমার মতোই দুরে, অধরা।

তুমি বলেছিলে, শরতের প্রতিশ্রুতির আমাদের বেঁধে রাখবে।
তবু আজ আমি একা,
তোমার হাতের স্পর্শ নেই, নেই তোমার মিষ্টি কণ্ঠের শব্দ।

তুমি কি ভুলে গেলে?
না কি শরৎ নিজেই তোমায় নিয়ে গেছে অন্য কোথাও?
নাকি এই বাতাসে মিলিয়ে গেছো,
যেন তুমি কোনো এক শরতের স্বপ্ন,
যা হয়তো সত্যি ছিল, হয়তো নয়।

তুমি বলেছিলে, শরৎ এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।
তোমার দেওয়া প্রতিশ্রুতির অপেক্ষায়,
আমি আজও দাঁড়িয়ে আছি
নির্জন নদীর তীরে,
তোমার অপেক্ষায়,
এই শরতের নরম আলোয়।।

বিষাদের গহীনে

নিভে যাওয়া প্রদীপের পাশে বসে,
বাতাসের সাথে অভিমানী মৌনতা।
নিঃশব্দে রাতের আঁধারে মিশে যায়-
চোখে জমে থাকা একবুক বিষাদের নিনাদ।

সময়ের ডানায় উড়ে আসে বিবর্ণ অতীত,
সেই পুরোনো স্মৃতিগুলো আজও গুমরে কাঁদে।
পাথরের মতো ভারী এই মন,
কিছু কথা কেবল রয়ে যায় অব্যক্ত।

জীবনের প্রতিটি বাঁক যেন একেকটি শূন্যতা,
যেখানে ভালোবাসা হারায় পথের মাঝে।
স্বপ্নগুলো আজ মলিন হয়ে গেছে,
শুধু বিষাদের ছায়া আঁকা রয়েছে আকাশে।

যে নদীটা একদিন কলকাকলিতে গাইত,
আজ তার বুকেও শুধু নিঃসঙ্গতার ঢেউ।
শ্রাবণের মেঘের মতো, কান্না এসে
হৃদয়ের আকাশ ঢেকে দেয় প্রতিনিয়ত।

তবু কোথাও যেন একটুকরো আলো,
বেঁচে থাকার ইচ্ছেটুকু মিটাতে দেয় না।
বিষাদের গহীনে ডুব দিলেও মনে হয়
কোনো এক ভোরে হাসবে মিষ্টি রোদে ।

ততদিন এই মন শুধু প্রতীক্ষায়,
প্রতিটি নিঃশ্বাসে জড়ানো অমলীন আশা।
বিষাদের চাদর সরিয়ে,
আলোয় মোড়ানো দিন আসবেই একদিন।।

তিন প্রহরের গল্প

প্রথম প্রহর,
অন্ধকারের আড়াল থেকে ভোরের পা-ফেলা,
পাখির কাকলি আর শিশিরে ভেজা ঘাস।
দিগন্ত জুড়ে সোনালি রঙ মেখে
সূর্যটা যেন মায়ায় ভরা মা।
কৃষকের কাস্তে, শিশুর বইখাতা,
মাটির গন্ধে ভরা সকালটা
যেন এক নতুন দিনের শপথ।

দ্বিতীয় প্রহর,
সূর্যের আলোটা এখন তেজি,
মাঠে মাঠে শ্রমিকের ঘামে ভেজা দিন।
রাস্তায় যানবাহনের কোলাহল,
দোকানে মানুষের ভিড়।
মাঝ দুপুরের খাবারে ভাতের সুবাস,
অলস দুপুরের ঘুম যেন
স্মৃতির মায়াবি ঝাপটা।
জীবন চলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে,
কেউ লড়ছে, কেউ হারাচ্ছে;
তারপরও সময় থেমে থাকে না।

তৃতীয় প্রহর,
সূর্যটা ঢলে পড়ে পশ্চিমে,
আকাশে রঙের খেলা।
পাখি ঘরে ফেরে, ফেরে মানুষও।
ঘরের আলো জ্বলে,
রান্নার ধোঁয়া মিশে যায় চাঁদের আলোয়।
দিনের ক্লান্তি, রাতের প্রতীক্ষা,
চাঁদের মায়াবি আলোয় সবই যেন
ধুয়ে যায়জীবনের ক্লান্তি।
তিন প্রহরের এই গল্পে মিশে থাকে
জীবন, স্বপ্ন আর বেঁচে থাকার গান।

সময় এগিয়ে চলে,
তবু তিন প্রহরের গল্প কখনো ফুরোয় না।

অপেক্ষার কষ্ট

অপেক্ষার দিনগুলো এক বিষণ্ন প্রহেলিকা,
সময় যেন থেমে যায়, মন ভিষণ একা।
প্রহর গুনে চলি শুধু, অবসান কোথা?
বিষাদ ঘিরে থাকে মোর হৃদয়ের কোঠা।

আকাশে মেঘ জমে, বৃষ্টি নামে না,
চোখের কোনে জল জমে, কিছুই বলে না।
প্রতীক্ষার সুর বেজে ওঠে মনের গভীরে,
কিন্তু স্বপ্নগুলো বাঁধা পড়ে নিঃসীম শূন্যতীরে।

সময় চায় চলে যেতে, কিন্তু মন মানে না,
হৃদয়ের অপেক্ষা কখনো থামে না।
প্রতিটি মুহূর্ত যেন দীর্ঘশ্বাস হয়ে যায়,
স্বপ্ন ভরা দিনগুলো ধূসর রঙে মিলায়।

তবুও আশার আলো মনের কোণে জ্বলে,
হয়তো সুখ আসবে দূর কোন ঢেউয়ের তালে।
অপেক্ষার এই বেদনাও একদিন মুছে যাবে,
বিরহের সুর একদিন মিলনের গান গাইবে।

তোমার পথ চেয়ে আমি দিগন্তে হারাই,
স্বপ্নের ফানুসে আকাশের নীলে হাত বাড়াই।
তুমি এলেই সব কষ্টের হবে ম্লান,
অপেক্ষার প্রহর শেষে হবে জীবনের জয়গান।

কাব্য কবিতার পাণ্ডলিপি

শব্দেরা জড়ো হয় কাগজের কোণে,
মনের রঙ ছুঁয়ে দেয় অক্ষরের গহনে।
কলমের আঁচড়ে ফুটে ওঠে জীবন,
কাব্যের দুনিয়ায় বোনা হয় স্বপ্ন বুনন।

প্রতিটি পঙক্তি যেন এক ঝড়ের গর্জন,
মেঘলা আকাশে ফুটে ওঠে রোদ্দুরের সৃজন।
বেদনাও এখানে পায় এক নতুন ভাষা,
প্রেমের গল্পে মিশে যায় বিরহের আশা।

পাণ্ডুলিপির ভাঁজে লুকিয়ে থাকে প্রাণ,
সময়ের স্রোতে ভাসে রক্তিম সন্ধান।
যেখানে নদী গায়, পাহাড় দেয় সুর,
অরণ্যের নির্জনতায় বাজে সুরের নূপুর।

কখনো এ লেখা রক্তাক্ত বিদ্রোহ,
কখনো বা এতে প্রেমের মিষ্টি আহ্লাদ।
আধুনিক জীবনের টানাপোড়েন মিশে,
পাণ্ডুলিপির ছন্দে সবই থাকে লুকিয়ে।

তবু কাব্যের ডাকে থামে না হৃদয়ের স্রোত,
পাণ্ডুলিপি বলে, "আমি শাশ্বত, আমি অমোঘ।"
মানুষের ইতিহাস, অনুভবের ভাষা,
কবিতায় লেখা হয় জীবনময় কাব্যের আশা।

নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের কান্না

নিশীথের আকাশে ঝরে নক্ষত্রের আলো,
নিঃসঙ্গ হৃদয় গুণে একাকিত্বের প্রহরগুলো।
গভীর নীরবতায় শুধু হারানো স্মৃতিরা ভাসে,
চোখের কোণে কান্না জমে, ব্যথার আবেশে।

প্রতিটি প্রহরের শব্দ যেন বোবা কোনো সুর ,
যন্ত্রণার মাঝে বাঁচে বিদগ্ধ বিষণ্ন দুপূর।
আকাশের কোলে লুকিয়ে সুখের স্মৃতি,
নিঃসঙ্গ নক্ষত্র ঝরায় দুঃখের ইতি।

তবু কেন জানি আলো জ্বলে যায়,
অসীম আকাশে সে একাই গায়।
যন্ত্রণার ভেতরেও বাঁচে ভালোবাসা,
নিঃসঙ্গ নক্ষত্রে মেলে স্বপ্নের আশা।

দ্বৈরথ

শান্ত সাঁঝবেলার কোলে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছি,
জীবনের মঞ্চে অনন্ত দ্বৈরথ।
আলো আর অন্ধকারের সেই পুরনো যুদ্ধ,
যেখানে জয়ের আনন্দ মেশে হারার বেদনায়।
পথচলতি মানুষের হৃদয়েও আছে সেই সংঘাত,
স্বপ্নের ডাক আর বাস্তবতার টানা-পোড়েন।

তুমি কি দেখেছো ভোরের আলো ফুড়ে উঠে আসা রোদ্দুর?
তাতেও লুকিয়ে আছে রাতের ছায়ার শেষ চিহ্ন।
জীবনের এমন কত দ্বৈরথ আমরা দেখি,
যেখানে ভালোবাসা আর অভিমানের গল্প মিলে যায়।
এক হাতে আশীর্বাদ, অন্য হাতে অভিশাপ্ত
তবু মানুষ বাঁচে, বাঁচতে জানে,
কারণ প্রতিটি দ্বৈরথেই লুকিয়ে থাকে নতুন সম্ভাবনা।

সমুদ্রের ঢেউ যেমন ছুটে যায় তীরে,
আবার ফিরে আসে গভীর সাগরের বুকে।
তেমনি আমাদের মনে প্রশ্ন আর উত্তর,
উত্থান আর পতনের শেষ নেই।
তবু কি আমরা হাল ছাড়ি? না,
জীবন এগিয়ে চলে নিরন্তর, দ্বৈরথের স্রোতে।

কখনো মনের মাঝে বাজে ক্লান্তির সুর,
আবার নতুন দিনের ডাক দেয় আত্মা।
এই দ্বন্দ্ব, এই সংঘাতই তো জীবন,
যেখানে আকাশ আর মাটি হাত ধরাধরি করে।
দ্বৈরথের গল্পে জন্ম নেয় কাব্য,
জন্ম নেয় মানুষ হয়ে ওঠার নতুন গান।

তাই আমি বলি,
জীবনের প্রতিটি দ্বৈরথের মাঝেই লুকিয়ে থাকে বিজয়।

তুমি বলেছিলে

তুমি বলেছিলে, শরৎ আসলে দেখা হবে আমাদের।
জোছনার আলোয় শান্ত নদীর পাড়ে,
হয়তো সাদা কাশফুলের পাশে দাঁড়িয়ে
আমি তোমার চোখে পড়বো ঠিক যেমন আকাশের তারারা ঝকমক করে
কোনো দুঃখের রাতে।

তুমি বলেছিলে, কুয়াশার চাদরে মোড়া ভোরে
আমাদের পথ হবে দীর্ঘ, কিন্তু তুমি থাকবে পাশে।
হাত ধরে হাঁটবো আমরা অজানা পথে,
শরতের হিমেল বাতাসে ভেসে আসবে আমাদের কথার সুর।

কিন্তু আজ, শরৎ এসেছে
কাশফুল ফুটেছে, আকাশ পরিষ্কার, বাতাসে হালকা শীত।
তবু তুমি কোথায়?
তোমার প্রতিশ্রুতি কি বাতাসের সঙ্গেই মিলিয়ে গেল?

তুমি বলেছিলে, অপেক্ষা করলে আমায় পাবে।
আজ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে তোমার ছায়ার জন্য অপেক্ষা করি,
তোমার হাসির প্রতিধ্বনি যেন কানে বাজে,
তোমার মিষ্টি কথা যেন বাতাসে মিশে থাকে।

তুমি বলেছিলে, শরৎ হবে আমাদের ঋতু,
এই নীল আকাশের নিচে থাকবে আমাদের গল্প।
কিন্তু আজ আকাশেও যেন ক্লান্তি
মেঘগুলো তোমার মতোই দুরে, অধরা।

তুমি বলেছিলে, শরতের প্রতিশ্রুতি আমাদের বেঁধে রাখবে।
তবু আজ আমি একা,
তোমার হাতের স্পর্শ নেই, নেই তোমার মিষ্টি কণ্ঠের শব্দ।

তুমি কি ভুলে গেলে?
না কি শরৎ নিজেই তোমায় নিয়ে গেছে অন্য কোথাও?
নাকি এই বাতাসে মিলিয়ে গেছো,
যেন তুমি কোনো এক শরতের স্বপ্ন,
যা হয়তো সত্যি ছিল, হয়তো নয়।

তুমি বলেছিলে, শরৎ এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।
তোমার দেওয়া প্রতিশ্রুতির অপেক্ষায়,
আমি আজও দাঁড়িয়ে আছি
নির্জন নদীর তীরে,
তোমার অপেক্ষায়,
এই শরতের নরম আলোয়।